ইত্তিলা'

ইসলামী জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য দ্বৈমাসিক

শিরোনাম সমূহ

- শবে বরাত ও লাইলাতুল বারাআত
- বিদ'আত
- শা'বান মাসে এবং মধ্য শা'বানের রাত্রিতে করণীয় ও বর্জনীয়
- দুর্বল হাদীছের উপর 'আমল প্রসঙ্গ

সংখ্যা-০৫ | জুমাদাল উখরা- ১৪৩৫ হিজরী। বৈশাখ- ১৪২১ বাংলা। এপ্রিল- ২০১৪ ইংরেজী। পৃষ্ঠা সংখা-১২ | শুভেচ্ছা মূল্য-১০ টাকা

শবে বরাত ও লাইলাতুল বারাআত

ইত্তিলা' ডেস্ক:

"শবে বরাত" ফারছী শব্দ। "শব" অর্থ হলো- রাত্রি আর "বরাত" অর্থ হলো- ভাগ, অংশ, হিস্যা, নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত। দুটি শব্দ মিলে শবে বরাতের অর্থ দাড়ায়- অংশ, হিস্যা, সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ লাভের রাত্রি।

"লাইলাতুর বারাআত" 'আরবী শব্দ। "লাইলাতুন" শব্দের অর্থ হলো- রাত্রি আর "বারাআত" শব্দের অর্থ হলো- সম্পর্কচ্ছেদ, মুক্তি, বা নিষ্কৃতি। দুটো শব্দ মিলে "লাইলাতুল বারাআত" এর অর্থ দাঁড়ায়- মুক্তি অথবা সম্পর্কচ্ছেদের রাত্রি। আমাদের সমাজে শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত অর্থাৎ অর্ধ শা'বানের রাত, 'আরবীতে যেটাকে "লাইলাতুন্ নিস্ফি মিন শা'বান" বলা হয়, সেটাকে লাইলাতুর বারাআত বা শবে বরাত বলে আখ্যায়িত করা হয়। মোটকথা, আমাদের দেশে "শবে বরাত বা "লাইলাতুল বারাআত" বলতে চৌদ্দই শা'বান দিবাগত রাতকে বুঝানো হয়। আর "শবে বরাত" অর্থেই একে হিস্যা, ভাগ বা ভাগ্য নির্ধারণের (আগামী এক বছরের ভাগ্য নির্ধারণের) রাত বলে মনে করা হয়।

বাংলাদেশসহ পাক-ভারত উপমহাদেশে অধিকাংশ মুছলমানের অর্ধ শা'বানের রাত্রি সম্পর্কে ধারণা এবং এটি উদযাপনের নমূনা:-

পাক-ভারত উপমহাদেশের বেশিরভাগ মুছলমানগণ এই রাতটিকে ভাগ্য-রজনী বলে জানেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, এই রাত্রিতেই প্রতিটি মানুষের আগামী এক বছরের যাবতীয় কিছু (জীবন-মৃত্যু, রিয্ক্ব-রুজী, রোগ-বালাই, সুস্থতা, বিয়ে-শাদী, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি) নির্ধারণ হয়ে থাকে। তাই এ রাত্রিতে তারা বিশেষভাবে 'ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকেন। তাদের ধারনা যে, এ রাতে রূহগুলো নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য দুন্ইয়াতে নেমে আসে এবং স্বীয় বাড়ি-ঘরে বিচরণ করতে থাকে। তাই হয়তো তাদেরকে সাদর-সম্ভাষণ জানানোর জন্য প্রতিটি ঘর-বাড়ি আগরবাতি, ধুপ-ধুনা ইত্যাদি দিয়ে শোভাষিত করা হয়। মোমবাতি ও বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করা হয়। অনেক এলাকায় এই রাতে বিধবা মহিলাগণ ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে মৃত স্বামীর রূহের আগমনের অপেক্ষায় থাকেন। ঐ রাতে মেয়েরা হাতে মেহেদী মাখে। প্রত্যেক পরিবার নিজেদের সাধ্যমতো উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করে এই বিশ্বাসে যে, তাদের ধারণামতে ভাগ্য নির্ধারণের এই শুভলগ্নে ভালো উন্নত খাবার খাওয়া হলে বছরের বাকি দিনগুলোতেও হয়তো উন্নত খাবার জুটবে। শা'বান মাসের শুরু থেকেই ক্ববরস্থান-গুরস্থানগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। কেউ কেউ ক্ববরগুলোকেও আলোকসজ্জায় সজ্জিত করেন। অতঃপর এই রাত্রিতে প্রত্যেকে নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের ক্ববর যিয়ারতে ব্যস্ত থাকেন, সাথে সাথে আরো বিভিন্ন অলী-বুযুর্গের ক্ববর যিয়ারতের জন্য বিভিন্ন স্থানে ছুটে চলেন।

তারা জানেন যে, এ দিন উহুদের যুদ্ধে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর মুবারাক দাঁত ভেঙেছিল, বিধায় ব্যথার দরুন তিনি নরম খাদ্য খেয়েছিলেন। তাই রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা ও সমবেদনা প্রকাশের জন্য এ দিন তারা নরম খাবার হিসেবে হালুয়া-রুটি তৈরী করে ঘরে ঘরে বিতরণ করেন। মাছজিদে মাছজিদে ওয়া'য-নাসীহাত, মীলাদ-মাহ্ফিল ও শিরনী বিতরণের আয়োজন করেন। তারা অনেকেই জানেন যে, এ রাতে আলফিয়াহ্ নামে অত্যন্ত ফাযীলাতপূর্ণ একধরনের বিশেষ সালাত রয়েছে, মাগরিবের সালাতের পরে অনেকেই সেই সালাত আদায়ে মনোনিবেশ করেন। তারা এক'শ রাকা'আত নফল সালাত আদায় করেন। প্রতি রাক্'আতে ছূরা ফাতিহা পাঠের পর দশবার করে ছূরা ইখলাস পাঠ করে থাকেন। এতে করে এক'শ রাকা'আত সালাতে একহাজার বার ছূরা ইখলাস পাঠ করা হয়। আর তজ্জন্যই এই সালাতকে আলফিয়াহ্ বা হাজারী সালাত বলা হয়। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর নির্দেশ বা ছুন্নাহ্ মনে করে পরের দিন অর্থাৎ পনেরোই শা'বান বিশেষভাবে রোযা পালন করা হয়। এই হলো "শবে বরাত" বা "লাইলাতুল বারাআত" বলে খ্যাত অর্ধ শা'বানের রাত্রি সম্পর্কে পাক-ভারত উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলাদেশের মুছলমানদের ধারণা এবং তা উদযাপনের মোটামুটি চিত্র বা নমূনা।

এসব ধারণা ও কার্যক্রমের ভিত্তি এবং প্রমাণ পর্যালোচনা:

অর্ধ শা'বানের রাত্রি সম্পর্কে উপরে বর্ণিত ধারণাসমূহের মধ্যে প্রধান ও মৌলিক ধারণাটি হলো- উক্ত রাতটিকে ভাগ্য নির্ধারণের রাত বলে গণ্য করা। যারা এ রাতটিকে উপরে বর্ণিত কার্যক্রমের মাধ্যমে উদযাপন করে থাকেন, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এ রাতেই প্রতিটি মানুষের আগামী এক বছরের যাবতীয় বিষয় তথা ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়। আর এই ধারণা থেকেই এ রাতটিকে তারা "শবে বরাত" বা "ভাগ্য-রজনী" বলে অভিহিত করে থাকেন। তারা তাদের এই ধারণার মূলে প্রমাণস্বরূপ ক্বোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করে থাকেন- আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আল্লাহর ﷻ বাণী

ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। যেদিন ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যারোপকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আপনি প্রত্যেক উম্মাতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মাতকে তাদের 'আমলনামা দেখতে ডাকা হবে। আজ তোমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে সে-সবের। এই আমার কিতাব (তোমাদের 'আমলনামা) তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে নিশ্চয়ই আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। (ছূরা আল জা-ছিয়াহ্- ২৭-২৯)

বিদ'আত

কতিপয় সংশয় নিরসন

ইত্তিলা' ডেস্ক:**(এক)** যারা বিদ'আত চর্চা করেন কিংবা 'ইবাদতের নামে বিদ'আতের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন তাদের মনে প্রায়ই একটি প্রশ্ন জাগে, তাহলো কোন বিষয়-বস্তু ফাযীলাতপূর্ণ হলে সেটাকে উপভোগ ও উদযাপন করার মধ্যেই হলো তার ফাযীলাতের স্বার্থকতা। তাই অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে বিশেষভাবে কোন 'ইবাদত-বন্দেগী করার কিংবা পরের দিন রোযা পালনের অনুমতি যদি না থাকে, তাহলে শুধু শুধু এ রাত্রটিকে ফাযীলাত ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাত বলে বিশ্বাস করার মানে কী, কিংবা তাতে লাভ কী?

এ প্রশ্নের জাওয়াবে আমরা বলব, **প্রথমতঃ- আমাদের দ্বীন বা ধর্ম হলো- ইছলাম অর্থাৎ, ইছতিছলাম বা আত্ম-সমর্পণ। আর আমাদের মূল কাজ হলো- বিনা বাক্যব্যয়ে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাছূলের (ﷺ) আনুগত্য বা ইত্বা'আত। এবং দ্বীনী বিষয়ে আমাদের নীতি বা মানহাজ হলো- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ, তাঁর পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদীন ﷺ, অতঃপর রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর পদাঙ্ক অনুসরণকারী ছালাফে সালিহীনের (রাহিমাহুমুল্লাহ) যথাযথ অনুসরণ তথা ইত্তিবা'।**

প্রতিটি মানুষকে তার 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস, কথা-বার্তা ও কাজে-কর্মে উক্ত তিনটি বিষয়; যথাক্রমে ইছতিছলাম (আত্মসমর্পণ), ইত্বা'আত (আনুগত্য) ও ইত্তিবা' (অনুসরণ) যথাযথভাবে অবলম্বন করা ব্যতীত হিদায়াত এবং ইহ-পরকালের সুখ, শান্তি, মুক্তি, সফলতা, সর্বোপরি আল্লাহ্র (ﷻ) সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আলোচ্য বিষয়ে (অর্ধ শা'বানের রাত্রি ও দিন বিষয়ে) আমরা উপরোক্ত তিনটি বিষয় অবলম্বন করে চলছি। লক্ষ্য করুন! আমরা নিজেদের খেয়াল-খুশি মতে কিংবা

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দুর্বল হাদীছের উপর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফাযীলাতপূর্ণ 'আমলের ক্ষেত্রে যা'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল করা যায়, তাতে কোন অসুবিধা নেই। এ বিষয়ে তারা কিতাবুল আযকারে বর্ণিত ইমাম নাওয়াওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর নিম্নোক্ত কথাগুলো প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করে থাকেন- তিনি বলেছেন:- অর্থ- "হাদীছ ও ফিক্বহ্ বিশেষজ্ঞ 'উলামায়ে কিরাম সহ আরো অনেকে বলেছেন, হালাল-হারাম, বেচা-কেনা, বিয়ে-তালাক্ব ইত্যাদি শারী'য়াতের আহকাম তথা বিধান সম্পর্কিত বিষয়াদী ব্যতীত ফাযীলাত, উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীছ অনুযায়ী 'আমল করা জায়িয এবং মুছ্তাহাবও বটে, যতক্ষণ না হাদীছটি মাওযূ' (বানোয়াট) বলে প্রমাণিত হবে।

তিনি (ইমাম নাওয়াওয়ী রাহিমাহুল্লাহ্) আরো বলেছেন:- অর্থ- জেনে রাখুন! যার কাছে 'আমলের ফাযীলাত বিষয়ে কোন কিছু (কোন হাদীছ) পৌঁছে, তার জন্য উচিত (জীবনে) একবার হলেও সে অনুযায়ী 'আমল করা, যাতে সে 'আমলের সেই ফাযীলাতের অধিকারী হতে পারে। (কিতাবুল আযকার, পৃষ্ঠা নং- ৮)

এ ধরনের আরো কিছু উক্তি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করে তারা বলেন যে, শবে বরাত, শবে মি'রাজ, জুমু'আতুল ওয়িদা' ইত্যাদি বিভিন্ন দিন, তারিখ ও সময়ের ফাযীলাত এবং এসব দিন তারিখ ও সময়ে 'ইবাদত-বন্দেগী করার ফাযীলাত সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। এসব হাদীছকে শুধু শুধু যা'য়ীফ বলে এতো ফাযীলাতপূর্ণ 'আমল, 'ইবাদত, যিক্র-আযকার থেকে এবং আল্লাহ্র (ﷻ) রাহ্মাত ও বারাকাত লাভ থেকে মুছলমান জনসাধারণকে বঞ্চিত রাখা উচিত নয়।

বিদ'আত চর্চকারীদের বিভ্রান্তিকর এ সংশয়ের জাওয়াবে আমরা বলব, প্রথমত:- আয়িম্মাহ্ ও 'উলামায়ে কিরামের কেউই ঢালাওভাবে যা'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল করা যাবে, একথা বলেননি। বরং কিছু সংখ্যক 'উলামায়ে কিরাম যা'য়ীফ হাদীছের উপর সাধারণভাবে 'আমল করা যাবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিছীন, 'উলামা, ফুক্বাহা ও ইছলামী মূলনীতি বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হলো- ইছলামী 'আক্বীদাহ ও আহ্কাম সম্পর্কিত বিষয়াদী ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে যা'য়ীফ হাদীছ অনুযায়ী 'আমল করা যাবে। **শর্তগুলো হলো, যথা:- (ক)** হাদীছটি 'আমলের ফাযীলাত বিষয়ে হতে হবে। **(খ)** হাদীছটিতে বর্ণিত 'আমলটি অন্য কোন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মৌলিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। যেমন- ক্বোরআন দ্বারা বা বিশুদ্ধ ছুন্নাহ্ দ্বারা কোন একটি নির্দিষ্ট 'আমল ওয়াজিব অথবা মুছ্তাহাব, হারাম অথবা মাকরূহ্ বলে স্বীকৃত ও প্রমাণিত রয়েছে, এক্ষেত্রে ঐ 'আমলটি পালন বা বর্জন করলে বিশেষ ছাওয়াবের বিবরণ সম্পর্কিত কোন যা'য়ীফ (দুর্বল) হাদীছ যদি বর্ণিত থাকে, তাহলে কেবল ঐ বিশেষ ছাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে দুর্বল হাদীছের উপর 'আমল করা যেতে পারে।

(গ) হাদীছটির দুর্বলতা (ছনদের দুর্বলতা) মারাত্মক তথা খুব বেশি হতে পারবে না। এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যা'য়ীফ হাদীছ শুধু এক প্রকার নয়, বরং এর অসংখ্য প্রকার রয়েছে। ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ্ একে ৪৯ প্রকারে বিভক্ত করেছেন। শারহু আল আলফিয়াহ্ গ্রন্থে হাফিয 'ইরাক্বী যা'য়ীফ হাদীছকে ৪২ প্রকারে বিভক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন- ৬৩ প্রকার, আর ইমাম শারাফুদ্দীন আল মানাওয়ী যা'য়ীফ হাদীছকে ১২৯ প্রকারে বিভক্ত করেছেন, অতঃপর তিনি বলেছেন যে, তন্মধ্যে ৮১ প্রকার বাস্তবে আছে বা পাওয়া যায়। **তাই যা'য়ীফ হাদীছ অনুসারে 'আমল করা যাবে, একথা সাধারণভাবে বলা যাবে না।**

(ঘ) যা'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমলকারী একে বিশুদ্ধ প্রমাণিত বা সুপ্রতিষ্ঠিত হাদীছ বলে বিশ্বাস করতে পারবে না, বরং সতর্কতা অবলম্বন বশতঃ হাদীছটির উপর 'আমল করছে, এই ধারণা তাকে পোষণ করতে হবে।

উপরোক্ত চারটি শর্ত একত্রে পাওয়া গেলে যা'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল করা যাবে, নতুবা না। তবে সর্বাবস্থায় ক্বিয়াছের উপর যা'য়ীফ হাদীছ প্রধান্য পাবে, এ বিষয়ে 'উলামায়ে কিরাম প্রায় সকলেই একমত।

দ্বিতীয়ত:- ফাযায়িলে 'আমলের বিষয়ে দুর্বল হাদীছের উপর 'আমল করা যায় মর্মে 'উলামায়ে কিরামের যেসব অভিমত বা উক্তি রয়েছে, অনেকেই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এসব উক্তির ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যা করে থাকেন। কেউ কেউ এসবের তরজমা অনেকটা সঠিক করে থাকলেও এর ভুল মর্ম বুঝে থাকেন এবং নিজ দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। যেমন দেখুন! ইমাম নাওয়াওয়ী রাহিমাহুল্লাহ্ এ সম্পর্কিত তাঁর অভিমতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, " 'আমলের ফাযীলাত বিষয়ে এবং 'আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান কিংবা ভীতি প্রদর্শন বিষয়ে যা'য়ীফ হাদীছের (যদি মাওযূ' পর্যায়ের না হয়) উপর 'আমল করা জায়িয এবং মুছ্তাহাবও বটে"। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বিদ'আত অনুসরণ ও চর্চাকারী অনেকে "ফিল ফাযায়িল/ফী ফাযায়িলিল আ'মাল" বাক্যটির অর্থ ও ব্যাখ্যা- "'আমলের ফাযীলাত বিষয়ে" করার পরিবর্তে "ফাযীলাতপূর্ণ 'আমল" করে থাকেন বা বুঝিয়ে থাকেন। অথচ "'আমলের ফাযীলাত" আর "ফাযীলাতপূর্ণ 'আমল" দু'টি যে এক বিষয় নয়, একথা যে কোন সাধারণ লোকেরও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

দুর্বল হাদীছের উপর 'আমলের বিষয়টি শাইখুল ইছলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যে ব্যাখ্যা সম্পর্কে 'উলামায়ে কিরামের কারো কোন দ্বিমত নেই। তিনি বলেছেন:- "যা'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল বিষয়ে 'উলামায়ে কিরামের যে অভিমত, তার অর্থ এই নয় যে, প্রমাণ হিসেবে অগ্রহণযোগ্য হাদীছ দ্বারা কোন 'আমলকে মুছ্তাহাব সাব্যস্থ করা। কেননা, ইছ্তিহ্বাব বা মুছ্তাহাব হলো একটি শার'য়ী বিধান। আর শার'য়ী তথা শারী'য়াতের কোন বিধান শার'য়ী দালীল ব্যতীত প্রতিষ্ঠা বা সাব্যস্থ করা যায় না। যে ব্যক্তি শারী'য়াতে গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য দালীল ব্যতীত কোন 'আমলকে আল্লাহ ﷻ পছন্দ করেন বলে সংবাদ দিলো অর্থাৎ মুছ্তাহাব সাব্যস্থ করল, সে ইছলামী শারী'য়াতে এমন কিছু প্রবর্তন করল, যা প্রবর্তনের অনুমতি আল্লাহ ﷻ তাকে দেননি"।

(মোটকথা, ক্বোরআন-ছুন্নাহ্র বিশুদ্ধ দালীল-প্রমাণ ব্যতীত কোন 'আমল বা 'ইবাদতকে ওয়াজিব, মুছ্তাহাব, হারাম বা মাকরূহ্ নির্ধারণ করা, মনগড়া দ্বীন প্রবর্তন করার নামান্তর। কেননা আল্লাহ ﷻ কোন কাজ পছন্দ করেন আর কি অপছন্দ করেন, এ বিষয়টি ঐশী দালীল-প্রমাণ ব্যতীত জানার কোন উপায় নেই। সুতরাং এ বিষয়গুলো নির্ধারিত হতে হবে কেবল এমন সব দালীল-প্রমাণের ভিত্তিতে, যেগুলো সন্দেহাতীতভাবে ঐশী বলে প্রমাণিত।)

শাইখুল ইছলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ আরো বলেছেন:- "ফাযায়িলে 'আমল বিষয়ে যা'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল করা যাবে- এ কথা দ্বারা 'উলামায়ে কিরাম মূলত: এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, যে 'আমলটি আল্লাহ ﷻ পছন্দ করেন কিংবা ঘৃণা করেন (আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় অথবা অপছন্দনীয়) বলে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্র বিশুদ্ধ সুস্পষ্ট দালীল দ্বারা অথবা ক্বোরআন-ছুন্নাহ্র নির্দেশনানুযায়ী উম্মাতে মুছলিমাহ্র ইজমা' তথা ঐকমত্যের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, (যেমন- তিলাওয়াতুল ক্বোরআন, তাছবীহ্, দু'আ, সাদাক্বাহ্, দাসমুক্তি, মানুষের প্রতি দয়া-অনুকম্পা ইত্যাদি যেসব কাজকে আল্লাহ ﷻ পছন্দ করেন এবং মিথ্যাচার, খিয়ানাত ইত্যাদি যেসব কাজকে আল্লাহ ﷻ অপছন্দ করেন বলে ঐশী বিশুদ্ধ দালীল দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে) এরকম কোন 'আমলের ছাওয়াব বা ফাযীলাত বিষয়ে কিংবা পরিণতি ও শাস্তি বিষয়ে যদি এমন কোন হাদীছ বর্ণিত থাকে যেটি মাওযূ' বা বানোয়াট বলে জানা নেই, তাহলে উপরে বর্ণিত ৪টি শর্তসাপেক্ষ এরূপ হাদীছ বর্ণনা করা এবং তদনুযায়ী 'আমল করা জায়িয রয়েছে।

এরূপ যা'য়ীফ হাদীছের উপর ভিত্তি করে মুছলমানের অন্তর (যা'য়ীফ হাদীছে বর্ণিত) সেই ছাওয়াব বা প্রতিদানের আশা করতে পারে অথবা বর্ণিত (যা'য়ীফ হাদীছে বর্ণিত) শাস্তিকে ভয় পেতে পারে, তাতে কোন দোষ নেই। যেমন কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যবসা সম্পর্কে এক ব্যক্তির জানা আছে যে, এই ব্যবসাটি করলে লাভ হবে, কিন্তু তার কাছে খবর পৌঁছল যে, এই ব্যবসাতে প্রচুর লাভ হবে। এমতাবস্থায় সে যদি এই খবরকে সত্য মনে করে আর খবরটা যদি বাস্তবিকই সত্য হয়, তাহলে তো সে উপকৃত ও লাভবান হলো। আর যদি খবরটা প্রকৃতপক্ষে সত্য না হয়, তবুও তাতে কোন ক্ষতি বা লোকসান নেই। কেননা সে যদিও অতিরিক্ত লাভবান হতে পারেনি, তাই বলে সে তো মূল লাভ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

এমনিভাবে ইছরায়িলী বর্ণনা, স্বাপ্নিক ঘটনাবলী, ছালাফে সালিহীন ও 'উলামায়ে কিরামের বাণী, 'উলামায়ে কিরামের জীবনের ঘটনাবলী ইত্যাদি বিষয়, এগুলো দ্বারা মুছ্তাহাব কিংবা অন্য কোন শার'য়ী বিধান প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করা জায়িয নয়। তবে সৎকর্মে উৎসাহ প্রদান, অসৎ কর্ম থেকে ভীতি প্রদর্শন, আল্লাহ্র (ﷻ) রাহ্মাতের আশা প্রদান, তাঁর 'আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এগুলো বর্ণনা করা জায়িয রয়েছে।

যদি কোন দুর্বল হাদীছ দ্বারা কোন 'আমলের ছাওয়াব তথা ফাযীলাত বর্ণনার সাথে সাথে বিশেষ কোন 'আমল কিংবা 'আমলের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, যেমন কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ক্বিরাআত দ্বারা বিশেষভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে এই হাদীছের উপর ভিত্তি করে এসব করা জায়িয হবে না। কেননা, এসব বিষয়

কেবল ঐশী বিশুদ্ধ দালীল দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। যেহেতু যা'য়ীফ হাদীছ প্রমাণযোগ্য শার'য়ী কোন দালীল নয় (এ বিষয়ে সকল 'উলামায়ে কিরাম একমত), তাই এর দ্বারা এসব বিষয় অর্থাৎ কোন 'ইবাদতের সময়, ধরণ, পরিমাণ, পদ্ধতি ইত্যাদি নির্ধারণ করা যাবে না।

তবে হ্যাঁ, যেমন- জামে' তিরমিযী-তে বর্ণিত, বাজারে প্রবেশ করার পর পঠিতব্য দু'আ ও তাঁর ফাযীলাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি যদিও দুর্বল, তথাপি এর উপর 'আমল করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা বাজারে মানুষ সাধারণত আল্লাহ্র (ﷻ) যিক্র তথা স্মরণ থেকে গাফিল-বেখবর থাকে। আর গাফিলদের মাঝে আল্লাহ্র (ﷻ) যিক্র করা মুস্তাহাব, একথা ঐশী বিশুদ্ধ দালীল দ্বারা প্রমাণিত। তাই বলা যায় যে, বাজারে দু'আ পাঠের বিষয়টি বিশুদ্ধ দালীল দ্বারা এমনিতেই প্রমাণিত। এই দুর্বল হাদীছ দ্বারা বাজারে গাফিলদের মাঝে যিক্র বা দু'আ পাঠের মত একটি মৌলিক 'ইবাদত প্রতিষ্ঠা বা সাব্যস্ত করা হচ্ছে না।

বাকী রইল উক্ত যা'য়ীফ হাদীছে বর্ণিত দু'আ পাঠের ফাযীলাত বা এর ছাওয়াবের পরিমাণের বিষয়টি। এটা প্রমাণিত থাকুক বা না থাকুক, তাতে কোন অসুবিধা নেই"। (দেখুন! মাজমূ'উল ফাতাওয়া লিল ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্- ১৮/৬৫)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সকল 'উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, দুর্বল হাদীছের উপর ভিত্তি করে কোন মৌলিক 'ইবাদত, 'ইবাদতের দিন, ক্ষণ-সময়, ধরন, পরিমাণ, পদ্ধতি ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াদী নির্ধারণ বা সাব্যস্ত করা যায় না। এগুলো কেবল বিশুদ্ধ প্রমাণযোগ্য শার'য়ী দালীল দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত কোন নেক 'আমলের ফাযীলাত বা ছাওয়াব নির্ধারণ বিষয়ে বর্ণিত কিংবা ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য যা'য়ীফ হাদীছ বর্ণনা এবং তদনুযায়ী 'আমল করা জায়িয। (আল্লাহ তা'আলা-ই সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত)

দালীল-প্রমাণসহ আরো বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.eshodinshikhi.com / www.learnislaminbangla.com

শা'বান মাসে এবং মধ্য শা'বানের রাত্রিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বলেছেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির দিকে তাকান, অতঃপর তিনি মুশরিক এবং হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন। (ত্বাবারানী, সাহীহ্ ইবনু হিব্বান, শব্দের সামান্য হেরফেরসহ বাইহাক্বীও তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন)

এসব হাদীছ থেকে জানা যায় যে, এ রাতে আল্লাহ ﷻ কাফির-মুশরিক এবং হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত অন্য সকল মূ'মীন-মুছলিমদের গণহারে ক্ষমা করেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ রাতের ফাযীলাত বা বৈশিষ্ট্য হলো- এটি সাধারণ ক্ষমা ও মুক্তি লাভের রাত।

এখন এ বিষয়ে দু'টি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে-

প্রথম প্রশ্ন হলো:- আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ বর্ণিত সাহীহ্ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- প্রতি রাতে, রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দুন্ইয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন:- কে আছো আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছো আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছো আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব। (সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছলিম)

তাই যেহেতু প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশেই আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাহ্দের ক্ষমা করে থাকেন, সুতরাং তা অর্ধ শা'বানের রাত্রির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ফাযীলাত হয় কিভাবে?

এর উত্তরে আমরা বলব যে, এই প্রশ্নের সমাধান এতদসম্পর্কিত হাদীছেই সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে। অর্ধ শা'বান রাতের ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীছের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, ঐ রাতে ক্ষমার বিষয়টি শুধুমাত্র রাতের শেষ তৃতীয়াংশে সম্পাদিত হয় না, বরং সমগ্র রাতব্যাপী হয়ে থাকে। অর্থাৎ অর্ধ শা'বানে আল্লাহ ﷻ নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার লোক ব্যতীত তাঁর সকল বান্দাহ্কে সারা রাতব্যাপী ক্ষমা করতে থাকেন। আর এটাই হলো অর্ধ শা'বানে রাতের ফাযীলাত বা বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে প্রতিরাতে দুন্ইয়ার আকাশে আল্লাহ্র (ﷻ) অবতরণ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, সাধারণত আল্লাহ ﷻ প্রতি রাতে নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার লোক ব্যতীত অন্যান্য সকল বান্দাহ্কে ক্ষমা করে থাকেন শুধুমাত্র রাতের শেষ তৃতীয়াংশে।

এছাড়া অর্ধ শা'বান রাতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো- সাধারণত প্রতি রাতের শেষভাগে আল্লাহ ﷻ শুধুমাত্র তাদেরই ক্ষমা করে থাকেন, যারা তাঁর কাছে ঐ সময়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। পক্ষান্তরে অর্ধ শা'বান রাতের ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীছ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ ﷻ নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার লোক ব্যতীত তাঁর অন্য সকল বান্দাহ্কে- তারা প্রার্থনা করুক বা না করুক, সারা রাত ধরে সাধারণভাবে ক্ষমা করতে থাকেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো:- যেহেতু এ রাতটি আল্লাহ্র পক্ষ হতে ক্ষমা ও মুক্তি লাভের রাত, অতএব এ রাতে আল্লাহ্র নিকট বেশি বেশি তাওবাহ্, ইছ্তিগফার, দু'আ-দুরূদ, ও নামায-বন্দেগী করলে দোষ কী? এসব তো ঐ রাতের উপযোগী 'আমল বলেই মনে হয়।

এ প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে আমরা অত্র প্রবন্ধে ইতোমধ্যে দিয়ে দিয়েছি। তবুও এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। আর তা হলো- সাহীহ্ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, সাধারণত প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ্র পক্ষ হতে ক্ষমা লাভের জন্য আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাহ্দেরকে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে বলেন। যারা তখন তার কাছে ক্ষমা চায়, কেবল তাদেরকেই তিনি তখন ক্ষমা করে থাকেন। পক্ষান্তরে অর্ধ শা'বান রাত্রির বিষয়টি এ রকম নয়। এ রাতে তিনি তাঁর বান্দাহ্দেরকে ক্ষমা লাভের জন্য তাঁর কাছে বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেননি। (যদিও এরকম কিছু কথা একটি হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, তবে ঐ হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য)

বরং এ সম্পর্কিত হাদীছ থেকে স্পষ্টতঃ এ কথাই বুঝা যায় যে, নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার লোক ব্যতীত অন্য সকল বান্দাহ্কে- তারা ক্ষমা প্রার্থনা করুক বা না করুক, আল্লাহ আরহামুর্ রাহিমীন স্বীয় অসীম দয়াগুণে ক্ষমা করে থাকেন।

মোটকথা, এ রাত্রটি হলো গণমুক্তি ও সাধারণ ক্ষমা লাভের রাত্রি। যদি ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত ক্ষমা লাভের সুযোগ এই রাতে না থাকত, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাহ্কে ঐ সময়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বলতেন। যেমন- ক্বাদ্রের রাতে, জুমু'আর দিনে এক বিশেষ মূহুর্তে, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে বিশেষভাবে দু'আ, ইছ্তিগফার ও 'ইবাদত-বন্দেগী করার নির্দেশ রয়েছে। যদি বিষয়টি এমনই হতো, তাহলে রাছূলুল্লাহ্ও (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে ঐ রাতে বিশেষভাবে তাওবাহ্, ইছ্তিগফার ও 'আমল-বন্দেগী করার কথা বলতেন, যা তাঁর থেকে বিশুদ্ধ বা গ্রহণযোগ্য ছনদে আমাদের কাছে পৌঁছাত, যেভাবে অন্যান্য মাছনূন দু'আ-দুরূদ, যিক্র-আযকার ও 'আমল-বন্দেগীর কথা পৌঁছেছে।

কিন্তু দেখা যায় যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উম্মাতকে এ বিষয়ে কোন নির্দেশ দেননি। এমনকি ঐ রাতে উম্মুল মূ'মিনীন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা-কে বিছানায় শায়িত রেখে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ মাক্বারাতুল বাক্বী'-তে গমন সম্পর্কিত 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা সূত্রে যে যা'য়ীফ হাদীছটি বর্ণিত রয়েছে, সেই হাদীছটিকে যদি আমরা কিছু সময়ের জন্য মেনে নেই, তাহলে দেখা যায় যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মুল মূ'মিনীন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা-কেও ঐ রাতে বিশেষভাবে কোন 'ইবাদত-বন্দেগী, দু'আ-দুরূদ বা তাওবাহ্-ইছ্তিগফার করতে বলেননি। বরং ঐ রাতে কি হয়ে থাকে, কেবল সে বিষয়ে তাকে ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা-কে) অবহিত করেছেন। এছাড়া উম্মুল মূ'মিনীন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা সম্পর্কে তো একথা কল্পনাও করা যায় না যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর নির্দেশ বা নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তিনি এতো ফাযীলাতপূর্ণ একটি রাত ঘুমিয়ে কাটাবেন। আর রাছূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কেও একথা আদৌ কল্পনা করা যায় না যে, তিনি তাঁকে ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা-কে) এতো এতো ছাওয়াব ও সুবর্ণ সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হতে দেবেন, তাকে ঘুম থেকে জাগাবেন না। হা-শা ওয়া কাল্লা, এটা কক্ষনো হতে পারে না। উম্মাহাতুল মূ'মিনীন ও সাহাবায়ে কিরাম ﷺ তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ্র ক্ষমা, রাহ্মাত, কল্যাণ ও জান্নাত লাভের পথে দৌড়ে এগিয়ে যেতেন, সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, আশা ও ভীতি নিয়ে আল্লাহ্কে ডাকতেন। তারা ছিলেন আল্লাহ্র প্রতি অতিশয় বিনয়ী।

(আল্লাহ্র অশেষ রাহ্মাত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি)

এবার তাহলে প্রশ্ন হলো- এ রাতে করণীয় কি কিছুই নেই? এর উত্তরে আমরা বলব, হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। আর করণীয়টা কী, সে বিষয়ে ফাযীলাত সম্পর্কিত উল্লেখিত হাদীছ সমূহে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে। তা হলো- এসব হাদীছে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সাধারণ ক্ষমা ও মুক্তি দানের ঐ রাতেও আল্লাহ ﷻ কাফির, মুশরিক এবং হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না। **তাই প্রত্যেক মুছলমানের উপর ওয়াজিব, এই রাত্রিটি আসার আগেই ছোট, বড়, প্রকাশ্য, গোপনীয় সকল প্রকার শির্ক ও কুফ্র থেকে নিজের কথাবার্তা, কাজকর্ম ও 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করে নিয়ে এবং নিজের অন্তর থেকে দুন্ইয়াওয়ী যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, রেষারেষি ও পঙ্কিলতা সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলে নিজেকে ঐ রাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সাধারণ ক্ষমা লাভের যোগ্য ও উপযুক্ত হিসেবে তাঁর সামনে হাযির করা।** শির্ক, কুফ্র, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি চরম মন্দ ও

অমার্জনীয় অপরাধ থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকা প্রত্যেক আদম-সন্তানের প্রতিটি মূহুর্তের কর্তব্য। তথাপি পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সাধারণ ক্ষমা ও মুক্তি লাভের সুবর্ণ সুযোগগুলো, এসব পাপ-পঙ্কিলতার মধ্যে লিপ্ত থেকে যেন হাতছাড়া না হয় সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য।

আসুন! আমরা আল্লাহ্‌র রাহ্‌মাত, মাগফিরাত, কল্যাণ ও বারাকাত, মুক্তি, সফলতা এবং আল্লাহ্‌র (ﷻ) সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের পথে দ্রুত এগিয়ে যাই। আমাদের অঙ্গীকার হোক শির্‌কমুক্ত তাওহীদ, কুফ্‌রমুক্ত ইছলাম, বিদ'আতমুক্ত 'আমল-'ইবাদাত, আর পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, সরল ও সুশান্ত অন্তর।

দালীল-প্রমাণসহ আরো বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.eshodinshikhi.com / www.learnislaminbangla.com

বিদ'আত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জাল-বানোয়াট বর্ণনার আশ্রয় নিয়ে নিজেরা নিজেদের জন্য কোন বিষয় নির্ধারণ করি না, কিংবা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। আমরা আল্লাহ্‌র (ﷻ) নিকট আত্মসমর্পণ করি, চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে আমরা প্রতিটি বিষয়ে নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র (ﷻ) হাতে সমর্পণ করে দেই। তিনিই আমাদের জন্য ভালো-মন্দ, করণীয়-বর্জনীয় ইত্যাদি তাঁর যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই নির্ধারণ করে দেন, আমরা সেটাকেই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেই। আমরা দ্বীন বা দ্বীনী বিষয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতে কোন কিছু করি না, মনগড়া কিছু বলি না। তিনি (আল্লাহ ﷻ) যে দিবস, যে রাত্রি বা যে সময়কে মহিমান্বিত, ফাযীলাতপূর্ণ, মুক্তি বা ক্ষমা লাভের কিংবা ভাগ্য নির্ধারণের জন্য সাব্যস্থ করেছেন মর্মে আমাদেরকে অহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন, আমরা সেটাকে সেভাবেই গ্রহণ করে নেই। আমরা তাঁর সিদ্ধান্তের বাইরে কোন কিছু চিন্তা করি না। তিনি লাইলাতুল ক্বাদ্‌রকে আমাদের বাৎসরিক ভাগ্য নির্ধারণের জন্য সাব্যস্থ করেছেন, তাই আমরা লাইলাতুল ক্বাদ্‌রকেই বাৎসরিক ভাগ্য নির্ধারণের রাত বলে বিশ্বাস করি, অর্ধ শা'বানের রাত্রিকে ভাগ্য রজনী বলে অনর্থক দাবি করি না।

আমরা রাছূলুল্লাহ ﷺ থেকে গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ ﷻ অর্ধ শা'বানের রাত্রিকে মুশরিক, হিংসুক ইত্যাদি কতিপয় পাপী-তাপী ব্যতীত তাঁর সকল বান্দাহ্‌দেরকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন, তাই আমরা এই রাতটিকে ক্ষমা ও মুক্তি লাভের রাত হিসেবেই জানি এবং বিশ্বাস করি। পালন-বর্জন উভয় ক্ষেত্রেই আমরা আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাছূলের (ﷺ) আনুগত্য করি, তাদের অবাধ্য হই না। আর এটাই হলো- ইছলাম বা ইছতিছলাম। এই রাতের (অর্ধ শা'বানের রাত) বিষয়েও আমরা কেবল আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে চলছি, তাই এ রাতে আমাদেরকে যা করতে বলা হয়নি, আমরা এরূপ কিছু করি না। যেহেতু এ রাতকে 'ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করতে কিংবা এ রাতে বিশেষ কোন 'ইবাদত পালনের জন্য ক্বোরআন বা ছুন্নাহ্‌র মাধ্যমে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি, তাই আমরা ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র তথা আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাছূলের (ﷺ) ইত্বা'আত বা আনুগত্যকল্পে এ রাতটিকে কোনরূপ 'ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করি না, এ রাতে বিশেষভাবে কোনরূপ সালাত, যিক্‌র, দু'আ ইত্যাদি 'ইবাদত-বন্দেগী পালন করি না কিংবা ১৫ই শা'বান বিশেষভাবে রোযা পালন করি না, বরং এসব থেকে বিরত থাকি। এমনিভাবে, যেহেতু রাছূলুল্লাহ ﷺ কিংবা সাহাবায়ে কিরাম ﷺ অর্ধ শা'বান উপলক্ষে দিনে বা রাতে অথবা শা'বান মাসে বিশেষভাবে ক্বব্বর যিয়ারত করেননি, হালুয়া-রুটি বিতরণ করেননি, ঘরে ঘরে আগরবাতি, মোমবাতি প্রজ্জলন কিংবা আলোকসজ্জা করেননি, তাই তাদের অনুসরণার্থে আমরাও এসব কাজ থেকে দূরে থাকি এবং এগুলোকে দ্বীনে ইছলামের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত বিষয় অর্থাৎ বিদ'আত বলে গণ্য করি।

দ্বিতীয়তঃ- যদি অহীর নির্দেশ না থাকে, তাহলে কোন দিবস, রাত্রি, সময়, স্থান বা বস্তু বারাকাতময় পবিত্র, বা মহিমান্বিত কিংবা ফাযীলাতপূর্ণ বলে ঘোষিত হলেই তাতে বিশেষভাবে কোন 'আমল-'ইবাদত করতে হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন দেখুন! সোমবার ও বৃহস্পতিবার সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহ্‌ ﷺ হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, তখন আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করেনি এমন প্রত্যেক বান্দাহ্‌কে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তবে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যার ও তার ভাইয়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, এদের দু'জনকে সময় দাও, যতক্ষণ না তারা পরস্পর আপোষ করে নেয়। এদের দু'জনকে সময় দাও, যতক্ষণ না তারা পরস্পর আপোষ করে নেয়। এদের দু'জনকে সময় দাও, যতক্ষণ না তারা পরস্পর আপোষ করে নেয়। (সাহীহ্‌ মুছলিম)

সাহীহ্‌ মুছলিমে বর্ণিত অন্য হাদীছে রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- সপ্তাহের প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দাহ্‌দের 'আমলনামা আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়।

আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে রয়েছে, রাছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:- তোমাদের মাঝে পালাক্রমে অবস্থান করেন রাতের বেলা কিছুসংখ্যক ফিরিশতা এবং দিনের বেলা কিছুসংখ্যক ফিরিশতা। তারা (ফিরিশতাদের উভয় দলই) 'আসরের সালাতে এবং ফাজ্‌রের সালাতে একত্রে মিলিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের মাঝে রাতে ছিলেন তারা উপরে (আকাশে) চলে যান। তখন আল্লাহ ﷻ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন-অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত-"আমার বান্দাহদের কি অবস্থায় রেখে এলে"? উত্তরে তারা বলেন: আমরা তাদেরকে রেখে এলাম নামাযরত অবস্থায় এবং আমরা তাদের নিকট যখন গিয়েছিলাম তখনও তারা ছিলেন নামাযরত। (সাহীহ বুখারী)

এই হাদীছ থেকে জানা যায় যে, প্রতিদিন ফাজ্‌র ও 'আস্‌র সালাতের সময়ে মানুষের প্রতিদিনের 'আমলনামা আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করা হয়।

মোটকথা, বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, সোমবার ও বৃহস্পতিবার অত্যন্ত ফাযীলাতপূর্ণ দিন এবং ফাজ্‌র ও 'আস্‌রের সময়টুকু অত্যন্ত ফাযীলাত ও গুরুত্বপূর্ণ সময়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ দু'টি দিন এবং এ দুটি সময়কে 'ইবাদত-বন্দেগীর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করার কিংবা এ দুটি দিনে বা দুটি সময়ে বিশেষভাবে কোন রকম 'ইবাদত-বন্দেগী করার অনুমতি বা নির্দেশ শারী'য়াত দেয়নি। এমনকি ফাজ্‌রের সালাতের পরে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং 'আস্‌র সালাতের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত নফল সালাত পড়তেও নিষেধ করা হয়েছে। তাই যদি কেউ এ দিন ও সময়গুলোকে 'ইবাদতের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করে তাহলে সেটা হবে বিদ'আত এবং প্রত্যাখ্যাত। তবে হ্যাঁ, বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, রাছূলুল্লাহ্‌ ﷺ প্রায়ই সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তাই এ দিনগুলোতে রোযা রাখা মুছ্‌তাহাব।

এমনিভাবে দেখা যায় যে, অনেক বারাকাতময় ও ফাযীলাতপূর্ণ স্থান রয়েছে, কিন্তু তাই বলে সেখানে বিশেষভাবে কোনরকম 'ইবাদত-বন্দেগী করার নির্দেশ বা অনুমতি শারী'য়াতে নেই। যেমন- মাক্কাহ্‌ নগরী, মাছজিদুল আক্বসার আশপাশের এলাকা, ত্বোর পাহাড়, সীনাই পর্বত ইত্যাদি স্থানগুলোকে যদিও অত্যন্ত বারাকাতময় ও মর্যাদাপূর্ণ বলে ক্বোরআনে কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি এসব স্থানে বিশেষভাবে কোনরূপ 'ইবাদত-বন্দেগী করার নির্দেশ বা অনুমতি ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র কোথাও নেই। রাছূলুল্লাহ্‌ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম বা ছালাফে সালিহীনের কেউ এসব স্থানে বিশেষভাবে কোন রকম 'ইবাদত-বন্দেগী করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ নেই।

এমনকি দেখা যায় যে, জুমু'আর দিন সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন হিসেবে বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এতদসত্ত্বেও রাছূলুল্লাহ্‌ ﷺ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলে গেছেন:- অর্থ- তোমরা জুমু'আর রাত্রিকে বিশেষভাবে নফল সালাতের জন্য আর জুমু'আর দিনকে বিশেষভাবে রোযা পালনের জন্য নির্দিষ্ট করো না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি আগে থেকেই রোযা রাখছে এমতাবস্থায় শুক্রবার দিনটি এসে যায়, তাহলে কোন বাঁধা নেই। (সাহীহ্‌ মুছলিম)

যারা প্রশ্ন তুলেন যে, ফাযীলাতপূর্ণ দিনে বা রাতে যদি কোন 'আমল-'ইবাদত না-ই করা হয়, তাহলে শুধু শুধু ঐ দিন বা রাতকে ফাযীলাতপূর্ণ বা বারাকাতময় বলে লাভ কী, কিংবা এরূপ বলার স্বার্থকতা কোথায়? তারা এখন কী বলবেন? তাদের প্রতি আমাদের প্রশ্ন, তারা কি সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, ফাজ্‌রের সময়, 'আস্‌রের সময়, ত্বোর পাহাড়, সীনাই পর্বত, মাক্কাহ্‌ নগরী, আল আক্বসার আশপাশের এলাকা ইত্যাদি দিন-রাত্রি, সময়-স্থান-কাল বিষয়েও প্রশ্ন করবেন যে, শুধু শুধু এগুলোকে বারাকাতময় বা ফাযীলাতপূর্ণ বলে লাভ কী? আশা করি এরূপ দুঃসাহস কোন মুছলমান দেখাবে না এবং দেখাতে পারে না।

যাই হোক, উপরোল্লেখিত হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন দিবস, রাত্রি, সময় বা স্থানে যদি নির্ধারিত বিশেষ কিছু 'আমল-'ইবাদত না থাকে তাহলে এতে করে সেই দিন রাত, সময় বা স্থানের ফাযীলাত বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয়ে যায় না কিংবা তজ্জন্য এর ফাযীলাত অস্বীকার করা যায় না। কোন দিবস, রাত্রি, সময় বা স্থানে বারাকাতময় বা ফাযীলাতপূর্ণ হলেই সেটাকে বিশেষভাবে 'ইবাদত-বন্দেগী, সালাত, সিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে উদযাপন করতে হবে- এমন কোন কথা নেই। হ্যাঁ, তবে যদি সে বিষয়ে রাছূলুল্লাহ্‌ ﷺ কিংবা সাহাবায়ে কিরাম ﷺ হতে বিশুদ্ধ সূত্রে কোনকিছু প্রমাণিত থাকে, তাহলে হুবহু সেটাই অনুসরণ করা যাবে, এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। যেমন দেখুন! সোম ও বৃহস্পতিবার ফাযীলাতপূর্ণ দিন। দিন দু'টিতে রোযা পালনের

অনুমতি আছে। কেননা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ মাঝে মধ্যে এ দিনগুলোতে রোযা রাখতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি (ﷺ) বা সাহাবায়ে কিরাম ﷺ এ দিনগুলোকে সালাত, যিক্র-আযকার ইত্যাদি অন্য কোন 'ইবাদত-বন্দেগীর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করতেন না বা করার অনুমতি দেননি, তাই সোমবার ও বৃহস্পতিবার নফল সিয়াম পালন ব্যতীত অন্য কোন 'ইবাদত-বন্দেগী বিশেষভাবে পালন করা যাবে না, বরং তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। অনুরূপ জুমু'আর দিনের বিষয়ে দেখা যায় যে, এ দিনটিও সপ্তাহের শ্রেষ্ট দিন; অত্যন্ত বারাকাতময় ও ফাযীলাতপূর্ণ। কিন্তু শুধু এ দিন (শুক্রবার) বিশেষভাবে রোযা পালন করতে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন এবং এ রাতে বিশেষভাবে নফল সালাত আদায় করতেও বারণ করেছেন (তবে কারো যদি প্রতি রাতেই নফল সালাত আদায়ের অভ্যাস থাকে, তাহলে রুটিন অনুসারে শুক্রবার রাতে নফল সালাত পড়া, কিংবা কেউ যদি প্রতি মাসেই ২/৩ টি রোযা পালন করে থাকে, আর সেই ধারাবাহিকতায় যদি শুক্রবার এসে পড়ে তাহলে সেদিন রোযা রাখা এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়)। অপরদিকে জুমু'আর দিনে দু'আ ক্বূবুলের একটি বিশেষ মূহূর্ত রয়েছে, সেই সময়টাতে আল্লাহ্র দরবারে বিশেষভাবে দু'আ করতে বিশুদ্ধ হাদীছে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

তাই অর্ধ শা'বানের রাত্রি অত্যন্ত ফাযীলাতপূর্ণ, এই যুক্তি আর অতি দুর্বল ও বানোয়াট কতক হাদীছের উপর ভিত্তি করে এই রাত্রিটিকে বিশেষভাবে নামায-বন্দেগীর মাধ্যমে জাগ্রত থেকে উদযাপন এবং পনেরোই শা'বান রোযা পালন করা 'ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ বলে দাবি করা মোটেই উচিত নয়। এরূপ দাবি সম্পূর্ণ অনর্থক, অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত। তবে হ্যাঁ, যদি অর্ধ শা'বানের দিনে বা রাতে বিশেষ কোন 'আমল-'ইবাদতের কথা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা সাহাবায়ে কিরাম ﷺ হতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত ও প্রমাণিত থাকতো, তাহলে অবশ্যই সেই 'আমলটুকু পালন করা যেত। কিন্তু অর্ধ শা'বানে সালাত, সিয়াম ইত্যাদি বিশেষ কোন 'আমল-'ইবাদত পালন বিষয়ে বিশুদ্ধ কোন প্রমাণ নেই। তাই মধ্য শা'বানের রাত ও দিনকে সালাত ও সিয়ামের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে বিদ'আত।

সংশয় নিরসন:-

(দুই) যারা বিদ'আত চর্চা করেন কিংবা 'ইবাদতের নামে বিদ'আতের প্রতি মানুষকে আহবান করেন, তারা প্রায়ই সাধারণ মুছলমানদের মনে এই মর্মে একটি প্রশ্ন ও সংশয় সৃষ্টি করে দেন যে, "এ যুগে এমনিতেই যেহেতু মুছলমানদের মধ্যে ধর্ম-কর্ম ও 'ইবাদত-বন্দেগী পালনের মানসিকতা লোপ পাচ্ছে, মানুষ আল্লাহ্বিমুখ হয়ে দুন্ইয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে পড়ছে, এমতাবস্থায় যে যখন যেভাবে যতটুকু পারে 'ইবাদত-বন্দেগী করবে, আর না হোক বছরের বিশেষ দু-চারটি দিনে মানুষ আল্লাহ অভিমুখী হবে, দু-চার রাকা'আত নফল নামায পড়বে, দু'আ-দুরূদ করবে, ২/১ টি নফল রোযা রাখবে। কিন্তু এতটুকু 'ইবাদতের পথও **একশ্রেণীর** (যারা শবে মি'রাজ, জুমু'আতুল ওয়িদা', অর্ধ শা'বান রাত্রি উপলক্ষে বিশেষভাবে 'ইবাদত করা, দিনের বেলা রোযা রাখা এবং এরকম আরো বিভিন্ন 'ইবাদত-বন্দেগী যেগুলোর পক্ষে সাহীহ্ বা গ্রহণযোগ্য কোন দালীল ক্বোরআন বা ছুন্নাহ্তে নেই, সেগুলোকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করে থাকেন) **'আলিম-'উলামারা বন্ধ করে দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছেন।** অথচ শবে মি'রাজ, রাজাব মাসের প্রথম শুক্রবার, শবে বরাত, লাইলাতুল বারাআত, জুমু'আতুল ওয়িদা', আখেরী চাহার সোম্বা ইত্যাদি রাত্রি বা দিবসের যদি কোন ফাযীলাত না-ই থাকে, তবুও যিক্র-আযকার, ওয়া'য-নাসীহাত, নামায, তিলাওয়াত, দু'আ-দুরূদ ও সিয়াম (রোযা) পালন ইত্যাদি 'ইবাদত-বন্দেগী করলে দোষ কোথায়? এগুলো তো ভালো কাজ। মানুষকে তো আল্লাহ ﷻ সৃষ্টিই করেছেন তাঁর 'ইবাদত করার জন্য। সুতরাং যে যত বেশি পারে 'ইবাদত করবে। অতএব এসব কাজে বাঁধা কোথায়?

এই সংশয় ও প্রশ্নের জাওয়াব আসলে প্রথম সংশয় নিরসন করতে যেয়ে আমরা ইতোমধ্যে দিয়ে দিয়েছি। আমরা বলেছি যে, আমাদের দ্বীনের মধ্যে মৌলিক তিনটি কাজ হলো- আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ও অনুসরণ। 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস, কথা-বার্তা ও কাজে-কর্মে অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের নামই হলো- ইছলাম। এর (আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ, আল্লাহ ও তাঁর রাছূলের আনুগত্য এবং রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর পদাঙ্ক অনুসারী ছালাফে সালিহীনের যথাযথ অনুসরণ-এর) বিপরীত বিষয়গুলো, তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতই উত্তম ও সুন্দর বলে মনে হোক না কেন, তবুও তা ইছলাম বা 'ইবাদত বলে গণ্য হবে না বরং তা ইছলাম বহির্ভূত বে-দ্বীনী ও বিদ'আতী কাজ বলে গণ্য হবে। দ্বীন ও আল্লাহ্বিমুখ মানুষকে আল্লাহ্ অভিমুখী করতে হলে অবশ্যই তা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র (ﷻ) নির্দেশিত এবং রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর অনুসৃত ও প্রদর্শিত তরীক্বাহ্নুযায়ী করতে হবে। নিজের আবেগ বা যুক্তি অনুযায়ী কিংবা মনগড়া পন্থা ও পদ্ধতিতে করলে সেটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না। ছাওয়াব বা 'ইবাদতমূলক প্রতিটি কাজই সম্পূর্ণরূপে তাওক্বীফিয়্যাহ্ অর্থাৎ ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্ নির্ভর। প্রতিটি 'ইবাদত কখন, কতটুকু, কিভাবে করতে হবে, এসব কিছুই ক্বোরআনে কারীম ও ছুন্নাহ্ দ্বারা নির্ধারিত ও নির্দেশিত।

কোন কাজ কেবল 'ইবাদতমূলক হলেই যে তা 'ইবাদত বা ছাওয়াবের কাজ হয়ে যাবে, এমন নয়। বরং সে কাজটি অবশ্যই ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্ নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত পরিমাণে এবং নির্দেশিত পদ্ধতিতে সম্পাদিত হতে হবে, তবেই কেবল সে কাজটি 'ইবাদত বলে গণ্য হবে। যেমন- আমরা জানি যে, সালাত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি 'ইবাদত। কিন্তু তাই বলে এটি যখন তখন আদায় করা যাবে না, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া হারাম। এসময়ে কেউ যদি সালাত আদায় করে, তাহলে সে ছাওয়াব লাভ তো দূরের কথা বরং গোনাহ্গার হবে। ফাজ্রের ফার্য সালাত দুই রাক্'আতের পরিবর্তে কেউ যদি ৪ রাকা'আত পড়ে, তাহলে তার সালাত আদায় হওয়া তো দূরের কথা, সে গুনাহ্গার হবে। টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে কেউ যদি দু হাত তুলে মোনাজাত করে, কিংবা "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্'আমানী ওয়া ছাক্বানী------" এই দু'আটি পড়ে অথবা খেতে বসে "আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযূবিকা মিনাল খুবুছি---------" এই দু'আটি পাঠ করে, তাহলে ছাওয়াব লাভ তো দূরে থাক, বরং জেনে-শুনে কেউ এরূপ করে থাকলে সে ছুন্নাতের বিরোধিতাকারী বলে গণ্য হবে। এসব ক্ষেত্রে কেউ যদি বলে যে, "যখন যেভাবে যে কয় রাকা'আতই পড়া হোক না কেন, সালাত তো সালাতই। গুরুত্বপূর্ণ একটি 'ইবাদত। এমনিভাবে দু'আ হলো 'ইবাদতের সার, আর হাত তুলে দু'আ করলে ক্বূবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি, তাই কখন কিভাবে করা হলো সেটা কোন বিষয় নয়। দু'আ তো দু'আ-ই। একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। তাই যত বেশি পারা যায়, এইসব 'ইবাদত সম্পাদনে সকলের সচেষ্ট হওয়া দরকার। এমনিতে বর্তমান সময়ে মানুষ খুব একটা নামায-বন্দেগী, দু'আ-দুরূদের ধার ধারে না, এমতাবস্থায় সূর্য উদয়ের সময় হোক, অস্তগমনের সময়ই হোক, ২ রাক'আতের স্থলে ৪ রাকা'আতই হোক, হাত তুলে বা না তুলে, একটির স্থলে আরেকটি হোক, তাতে অসুবিধা কোথায়? কিছুটা হলেও তো 'ইবাদত করা হলো"। (না'ঊযুবিল্লাহ)

এরূপ কথা কেউ যদি জেনে-শুনে-বুঝে স্বজ্ঞানে বলে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সেই লোক ইছলামের ধ্বংস ও বিনাশকামী ক্বোরআন-ছুন্নাহ্র দুশমন এবং মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টকারী বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে উম্মাতে মুছলিমাহ্র সকল আয়িম্মাহ্ ও 'উলামায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর যদি কেউ অজ্ঞতাবশত কিংবা সঠিকভাবে না জানার, না বুঝার দরুন এরূপ কথা বলে থাকে, তাহলে তার উপর ওয়াজিব হলো- কায়মনে আল্লাহ্র নিকট তাওবাহ্-ইস্তিগফার করা, ক্বোরআন-ছুন্নাহ্ তথা দ্বীনে ইছলামের কমপক্ষে মৌলিক আবশ্যকীয় জ্ঞানটুকু সঠিকভাবে সঠিক উৎস থেকে অর্জন করা এবং ভবিষ্যতে কখনো দ্বীনী কোন বিষয়ে সঠিকভাবে না জেনে না বুঝে কিছু না বলার দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করা। প্রত্যেক মুছলমানের জন্য ওয়াজিব-ক্বোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত নির্দেশটিকে সব সময় স্মরণ রাখা- আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় এদের প্রত্যেকেই সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (ছূরা আল ইছরা- ৩৬)

সংশয় নিরসন:-

(তিন) যারা অর্ধ শা'বানের রাত্রি, ২৭শে রাজাব আখেরী চাহার শম্বা, ফাতিহাহ্ ইয়াযদাহাম, জুমু'আতুল ওয়িদা' ইত্যাদি আরো নানা রকম বিদ'আত চর্চা করেন কিংবা বাজারজাত করার চেষ্টা করেন, তারা তাদের এই বাতিল কাজের স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ তাদের সমাজের গণ্যমান্য দ্বীনদার মৃত অথবা জীবিত কতক আকাবিরীনের বক্তব্য বা 'আমলের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। তারা প্রশ্ন তোলেন যে, যদি এসব কাজ বিদ'আত হতো তাহলে এসব আকাবিরীন কি তা করতেন? তারা কি ক্বোরআন-হাদীছ পড়েননি? তারা কি না বুঝে এসব করেছেন? আপনারা যারা এসব কাজকে বিদ'আত বলছেন, আপনারা কি তাদের থেকে বেশি জ্ঞানী ও ছমজদার হয়ে গেলেন? শতশত বছর ধরে যে সকল আকাবিরীন হযরাত এসব কাজ করে দুন্ইয়া থেকে চলে গেছেন, তারা কি সবাই জাহান্নামী হয়ে গেছেন? এরকম আরো বিভিন্ন প্রশ্ন তারা উত্থাপন করেন, যেগুলো খুব সহজেই সাধারণ মুছলমানদের, এমনকি

মাদ্‌রাছা শিক্ষায় শিক্ষিত ক্বোরআন-হাদীছ পড়ুয়া লোকজনের মন-মস্তিষ্ককেও আচ্ছন্ন ও প্রভাবিত করে ফেলে।

এসব প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, **প্রথমত:- আকাবিরীন বলতে যদি ছালাফে সালিহীন ব্যতীত পরবর্তী গণ্যমান্য দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গকে বুঝানো হয়, তাহলে দ্বীনী বিষয়ে ক্বোরআন-ছুন্নাহ্‌র দালীল ব্যতীত কেবল আকাবিরীনের কথা বা কাজকে দালীল হিসেবে গ্রহণ করার কথা কোন মুছলমানের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এটা অমুছলিমদের বৈশিষ্ট্য।**

দ্বিতীয়ত:- দ্বীনে ইছলামের বৈশিষ্ট্য হলো- এর প্রতিটি বিষয় দালীল নির্ভর। বিশুদ্ধ দালীল দ্বারা যা কিছু প্রমাণিত হবে, সেটাই ইছলামে গ্রহণযোগ্য, এর বাইরে কোন কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। ইছলামের মৌলিক দালীল হলো- দু'টো বিষয়। **(এক)** মহান আল্লাহ্‌র বাণী আল ক্বোরআন। **(দুই)** রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর ছুন্নাহ্।

অনেকে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র মতো ইজমা' ও ক্বিয়াছকেও দ্বীনে ইছলামের দালীল মনে করেন। অথচ এটা তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত এক চরম ভুল ধারণা। কেননা ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্ হলো ঐশী তথা অহী ভিত্তিক প্রমাণ (ক্বোরআন হলো অহীয়ে মাতলূ, ছুন্নাহ্ হলো অহীয়ে গাইরে মাতলূ)। আর ইজমা' ও ক্বিয়াছ হলো সম্পূর্ণরূপে মানব গঠিত বা মানব রচিত প্রমাণ।

ইজমা' ও ক্বিয়াছ বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে দালীল হয়ে থাকে। ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র ন্যায় এগুলো সাধারণভাবে কোন দালীল নয়। এ বিষয়ে দুন্‌ইয়ার সকল 'উলামায়ে কিরাম একমত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজের শিক্ষিত-অশিক্ষিত অধিকাংশ লোকই ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র পাশাপাশি ইজমা' এবং ক্বিয়াছকেও ইছলামী শারী'য়াতের ভিত্তি মনে করে। শুধু তাই নয় বরং তাদের ধ্যান-ধারণা, কথা-বার্তা ও বাস্তব কর্মকান্ড থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, তারা ক্বোরআন, ছুন্নাহ্, ইজমা', ক্বিয়াছের পাশাপাশি তাদের সমাজ এবং আকাবিরীনে কিরামকেও হুজ্জাত বা দালীল মনে করেন। (না'ঊযুবিল্লাহি মিন যা-লিক)

ইয়াহুদী-নাসারা সহ বিভিন্ন জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ ছিল এটাই যে, তারা অহী'র অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের কিংবা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করেছিল। এদের সম্পর্কেই ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- তারা তাদের পন্ডিত ও বৈরাগীদেরকে প্রতিপালক সাব্যস্ত করে নিয়েছিল আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং মারইয়ামের পুত্র মাছীহ্‌কে। (ছূরা আত্ তাওবাহ্- ৩১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- (হে নাবী) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে তার ইলাহ (মা'বূদ) বানিয়ে নিয়েছে?

(ছূরা আল জা-ছিয়াহ্- ২৩)

দ্বীনী বিষয়ে মানবজাতি কেবল অহী ভিত্তিক দালীলের আনুগত্য ও অনুসরণের জন্য আদিষ্ট। অহীর নির্দেশের বাইরে কিংবা এর বিপরীতে কোন ব্যক্তিবিশেষের কিংবা প্রবৃত্তির আনুগত্য বা অনুসরণের জন্য তারা আদিষ্ট নয়, বরং এসব থেকে তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- তোমাদের প্রতি তোমাদের রাবের পক্ষ হতে যা নাযিল হয়েছে তোমরা তারই অনুসরণ করো এবং তাকে ব্যতীত অন্য অলীদের অনুসরণ করো না। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। (ছূরা আল আ'রাফ- ৩)

এ আয়াতে আল্লাহ ﷻ যা কিছু নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কারো, তা তিনি যতো বড় 'আলিম, পীর, বুযুর্গ বা অলী হোন না কেন, অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ ﷻ তার প্রিয় নাবীকেও (ﷺ) নিজের মনগড়া কিছু বলার অনুমতি বা অধিকার দেননি। তাঁকেও অহীর নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন।

ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে যা প্রত্যাদেশ হয়, আপনি তা-ই অনুসরণ করুন । (ছূরা আল আহযাব- ২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার-ফায়সালা করুন, এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- যেন তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে এমন কিছু থেকে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। (ছূরা আল মা-য়িদাহ্- ৪৯)

আরো বেশক'টি আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর নাবীকে কেবল অহীর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া ক্বোরআনে কারীমের একাধিক আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর নাবীকে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন জানিয়ে দেন যে, (অর্থাৎ)- আমি (নাবী মুহাম্মাদ ﷺ) কেবল তাই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (ছূরা ইউনুছ- ১৫। ছূরা আল আন'আম- ৫০)

রাছূলুল্লাহ ﷺ কখনো নিজের মনগড়া কোন কথা বলতেন না। আল্লাহ ﷻ যা কিছু তাঁর প্রতি নাযিল বা প্রত্যাদেশ করতেন, তিনি শুধু তা-ই বলতেন। এ সম্পর্কে ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন, তা হলো অহী যা প্রত্যাদেশ হয়। (ছূরা আন নাজ্‌ম- ৩-৪)

তাই দ্বীনী যে কোন বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা বা প্রত্যাখ্যাত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অহী তথা ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র নির্দেশের উপর নির্ভরশীল। যদিও দ্বীনী ফিক্বহ্ বা ব্যবহারিক জ্ঞান বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আয়িম্মায়ে কিরামের ইজমা' কিংবা উদ্ভূত কোন বিষয়ে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র নির্দেশনানুযায়ী ক্বিয়াছ দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে (ক্বিয়াছ দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত সকলে মানতে বাধ্য নয়), তবে প্রত্যক্ষ 'ইবাদত জাতীয় কোন বিষয় ক্বিয়াছ দ্বারা তো দূরের কথা ইজমা' দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা 'ইবাদত হলো তাওক্বীফিয়্যাহ্ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্ নির্ভর বিষয়।

সুতরাং ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র নির্দেশ বহির্ভূত বা এর বিপরীতে 'ইবাদত কিংবা দ্বীনী কোন বিষয়ে বুযুর্গানে দ্বীন বা আকাবিরীনের কথা কিংবা কাজকে হুজ্জাত অর্থাৎ দালীল হিসেবে গ্রহণ করা, অহীর সুস্পষ্ট নির্দেশকে উপেক্ষা ও লংঘন করা ছাড়া আর কিছু নয়। এর দ্বারা ইছতিছলাম ও ইত্তিবা'-র (আত্মসমর্পণ ও অনুসরণের) পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়, আর বে-দ্বীনী, বদ-দ্বীনী, নাফরমানী, বিদ'আত ও গুমরাহীর পথই উন্মুক্ত ও খোলাসা করে দেয়া হয়। (আমরা আল্লাহ্‌র নিকট এসব থেকে আশ্রয় চাই)

দালীল-প্রমাণসহ আরো বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.eshodinshikhi.com / www.learnislaminbangla.com

শবে বরাত ও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আমরা তা নাযিল করেছি এক বারাকাতময় রাতে। আমরা তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। (ছূরা আদ্‌দুখান- ৩-৪)

উক্ত আয়াতে বর্ণিত লাইলাতুম্ মুবারাকাহ বা বারাকাতময় রাত বলতে তারা অর্ধ শা'বানের রাতকেই বুঝে থাকেন। (এ বিষয়ে তারা 'ইকরামাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ প্রমুখ ২/৩ জন মুফাছ্ছিরীনে কিরামের অভিমতকে গ্রহণ করেন)।

দালীল পর্যালোচনা:-

সত্যান্বেষু অন্তর নিয়ে উক্ত দালীলটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ছূরা আদ্‌দুখানের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।

অতঃপর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি একে নাযিল করেছি এক বারাকাতময় রাতে"।

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় আয়াতে যে "কিতাবে মুবীন" বা সুস্পষ্ট গ্রন্থ তথা আল ক্বোরআনের কথা বলা হয়েছে, তৃতীয় আয়াতে সেই "কিতাবে মুবীন" সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন যে, তিনি একে (আল ক্বোরআন-কে) নাযিল করেছেন এক বারাকাতময় রাতে।

অতঃপর চতুর্থ আয়াতে ক্বোরআন নাযিলের সেই বারাকাতময় রাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং এ চারটি আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রমাণিত যে, বারাকাতময় যে রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়ে থাকে, সে রাতটি হলো- ক্বোরআন নাযিলের রাত। আর এ বিষয়ে মুছলিম উম্মাহ্‌র আয়িম্যায়ে কিরাম, মুফাছ্ছিরীন, মুহাদ্দিছীন 'উলামা ও ফুক্বাহায়ে কিরামের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য কারো কোন দ্বিমত নেই বরং তারা সকলেই একমত যে, ক্বোরআনে কারীম রামাযান মাসে লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- আমি একে নাযিল করেছি ক্বাদ্‌রের রাত্রিতে। (ছূরা আল ক্বাদ্‌র- ১)

এই লাইলাতুল ক্বাদ্‌র যে রামাযান মাসেরই একটি রাত, এ বিষয়টিও ক্বোরআনে কারীম এবং একাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- ছূরা আল বাক্বারাহ্‌র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- এই সেই রামাযান মাস, যে মাসে ক্বোরআন নাযিল করা হয়েছে।

অতএব ছূরা আদ্‌দুখানের ৩ নং আয়াতে বর্ণিত লাইলাতুম্ মুবারাকাহ্ বা বারাকাতময় রাত বলতে যে ক্বোরআন নাযিলের রাত; মাহে রামাযানের লাইলাতুল ক্বাদ্‌র বা শবে ক্বাদ্‌র-কে বুঝানো হয়েছে, তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। জগদ্বিখ্যাত মুফাছ্ছিরীনে কিরামের প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত। 'ইকরামাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ প্রমুখ যে ২/৩ জন মুফাছ্ছিরীন ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন, তাদের অভিমতটি ক্বোরআনে কারীমের সুস্পষ্ট আয়াতের বিরোধী হওয়ার কারণে সেটি প্রত্যাখ্যাত; অগ্রহণযোগ্য।

জগদ্বিখ্যাত মুফাছ্ছির ইমাম ইবনু কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) ছূরা আদ্‌দুখানে

বর্ণিত "লাইলাতুম্ মুবারাকাহ্" এর তাফছীরে বলেছেনঃ- ((অর্থ- ক্বোরআনে 'আযীম সম্পর্কে সংবাদ দিতে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি একে এক বারাকাতময় রাতে নাযিল করেছেন। আর এই বারাকাতময় রাত হলো "লাইলাতুল ক্বাদ্‌র" (শবে ক্বাদ্‌র)। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন- অর্থাৎঃ- "নিশ্চয়ই আমি একে (ক্বোরআনে কারীম-কে) নাযিল করেছি ক্বাদ্‌রের রাতে"।

এটা ছিল রামাযান মাসে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন- অর্থাৎঃ- "রামাযান মাস, যে মাসে ক্বোরআন নাযিল করা হয়েছে"। যারা বলেছেন যে, এটা (লাইলাতুম্ মুবারাকাহ্) হলো অর্ধ শা'বানের রাত, যেমনটি বর্ণিত রয়েছে 'ইকরামাহ (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে, তারা সঠিক ও যথার্থ বিষয়কে দূরে রেখে দিয়েছেন))। (তাফছীরুল ক্বোরআনিল 'আযীম লি ইবনি কাছীর)

তাফছীরে মা'আরিফুল ক্বোরআনে মুফতী শাফী' (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেছেনঃ- ((অর্থ- অধিকাংশ মুফাছ্‌ছিরীনের নিকট "লাইলাতুম মুবারাকাহ্" এর অর্থ হলো "লাইলাতুল ক্বাদ্‌র"। তবে 'ইকরামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) সহ কিছুসংখ্যক মোফাছ্‌ছিরীনের নিকট এর অর্থ হলো- শবে বরাত। কিন্তু আমার কাছে এটি শুদ্ধ-সঠিক বলে মনে হয় না))।

ফাখারুদ্ দ্বীন আর রাযী তাঁর আত্‌তাফছীরুল কাবীর গ্রন্থে "লাইলাতুম্ মুবারাকাহ্" এর তাফছীরে বলেছেনঃ- ((অর্থ- তারা এই লাইলাতুম্ মুবারাকাহ্ বা বারাকাতময় রাত সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। তবে অধিকাংশরাই বলেছেন যে, এটি হলো- লাইলাতুল ক্বাদ্‌র (শবে ক্বাদ্‌র)। আর 'ইকরামাহ্ এবং অন্য ছোট একদল বলেছেন যে, এটি হলো- লাইলাতুল বারাআত তথা অর্ধ শা'বানের রাত্রি। যারা বলে থাকেন যে, এই আয়াতে (ছুরা আদ্‌দুখানের ৩ নং আয়াতে) উল্লেখিত- লাইলাতুম্ মুবারাকাহ্ বলতে অর্ধ শা'বানের রাত্রিকেই বুঝানো হয়েছে, তাদের এ কথার পক্ষে আমি এমন কোন দালীল পাইনি যার উপর নির্ভর করা যায়। তারা বরং কিছু লোক থেকে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন))।

আশরাফ'আলী থানাওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) স্বীয় তাফছীরে আশরাফীতে বলেছেনঃ- ((অর্থ- যেহেতু শবে বরাতে ক্বোরআন নাযিল হয়েছে মর্মে কোন বর্ণনা নেই, পক্ষান্তরে শবে ক্বাদ্‌রে নাযিল হয়েছে বলে স্বয়ং ক্বোরআনের "ইন্না আনযালনা-হু ফী লাইলাতিল ক্বাদ্‌র" আয়াতেই উল্লেখ রয়েছে, তাই "লাইলাতুম্ মুবারাকাহ্" এর তাফছীর "শবে বরাত" করা শুদ্ধ বলে মনে হয় না))।

শিহাবুদ্ দ্বীন মাহমূদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ আল আলূছী (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর তাফছীরগ্রন্থ রুহুল মা'আনী-তে "লাইলাতুম্ মুবারাকাহ্" এর তাফছীরে বলেছেনঃ- ((অর্থ- ইবনু 'আব্বাছ ﷺ এবং ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর বর্ণনামতে "লাইলাতুম্ মোবারাকাহ্" হলো "লাইলাতুল ক্বাদ্‌র"। অধিকাংশ মোফাছ্‌ছিরীনের অভিমতও তা-ই))।

উপরোক্ত আলোচনা ও প্রমাণাদী দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, ছুরা "আদ্‌দুখান" এর ৩ নং আয়াতে যে রাতের কথা বলা হয়েছে, ছুরা "আল ক্বাদ্‌র" এর ১ নং আয়াতে সেই একই রাতের কথা বলা হয়েছে। লাইলাতুম্ মুবারাকাহ্ বলতে যে রাতকে বুঝানো হয়েছে, লাইলাতুল ক্বাদ্‌র বলে সেই রাতকেই বুঝানো হয়েছে। এর আরেকটি স্পষ্ট প্রমাণ হলো- ছুরা আদ্‌দুখানের ৪নং আয়াতে লাইলাতুম্ মুবারাকাহ্ বা বারাকাতময় রাতে যে বিষয়াদী সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, ছুরা আল ক্বাদ্‌র এর ৪ নং আয়াতে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র তথা শবে ক্বাদ্‌রে ঐ একই বিষয়াদী সংঘটিত হওয়ার কথা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বলা হয়েছে। ছুরা আদ্‌দুখানের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে যে এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত-স্থিরীকৃত হয়ে থাকে, আর ছুরা আল ক্বাদ্‌রের ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই রাতে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ফিরিশতাগণ ও রূহ্ অবতীর্ণ হন তাদের পালনকর্তার অনুমতিক্রমে।

প্রতিটি মানুষের যাবতীয় বিষয়ে তার বাৎসরিক প্রাপ্য হিস্যা-অংশ বা ভাগ্য "লাইলাতুল ক্বাদ্‌র"-এ (শবে ক্বাদ্‌রে, যার অপর নাম হলো লাইলাতুম্ মুবারাকাহ্) নির্ধারিত হয়ে থাকে। ছুরা আল ক্বাদ্‌র এর নামকরণ কিংবা ঐ রাতের নাম "লাইলাতুল ক্বাদ্‌র" নির্ধারণের মধ্যেই রয়েছে একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা অনর্থক কিংবা এমনিতেই তো আল্লাহ ﷻ এসব নামকরণ করেননি। বরং কাজ বা বিষয়বস্তুর ভিত্তিতেই নামকরণ করেছেন। ক্বাদ্‌র শব্দের অর্থ হলো ভাগ, অংশ-হিস্যা, নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত। এই রাতেই প্রত্যেক বিষয়ে বাৎসরিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা ফায়সালা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকের বাৎসরিক প্রাপ্য পরিমাণ, হিস্যা তথা ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে (যে কথা ছুরা আদ্‌দুখানের ৪নং আয়াতেও বলা হয়েছে) বিধায় এ রাতকে লাইলাতুল ক্বাদ্‌র নামকরণ করা হয়েছে।

সুতরাং রামাযান মাসের লাইলাতুল ক্বাদ্‌রের পরিবর্তে শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে মানুষের বাৎসরিক ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে মর্মে ধারণা পোষণ করা কিংবা এ রাতকে শবে বরাত বা ভাগ্য-রজনী বলে দাবি করা সম্পূর্ণ বাতিল ও অনর্থক। এই ধারণা ও দাবির গ্রহণযোগ্য কোন ভিত্তি বা প্রমাণ আদৌ নেই।

তবে কেউ কেউ তাদের এ ধারণা ও দাবির (১৪ই শা'বান দিবাগত রাতে প্রতিটি মানুষের বাৎসরিক ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে) স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাছ রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমার উদ্ধৃতি দিয়ে একটি বর্ণনা পেশ করে থাকেন, যাতে নাকি তিনি বলেছেনঃ- অর্থ- "সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় অর্ধ শা'বানের দিবাগত রাতে, আর সে বিষয়গুলো (কার্যকর করার জন্য) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় রামাযান মাসের ২৭ তারিখে"। এই বর্ণনাটির কোন ছনদ বা বর্ণনাসূত্র নেই। তাই এটি যে একটি ভুয়া বা বানোয়াট কথা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নতুবা দুর্বল হলেও এর একটি বর্ণনাসূত্র থাকতো। তবে যাই হোক, দ্বীনী বিষয়ে ছনদবিহীন কোন কথা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, তাই এ বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যাত।

১৪ই শা'বান দিবাগত রাতে যারা বিশেষভাবে 'ইবাদত করে থাকেন এবং পরের দিন অর্থাৎ ১৫ই শা'বান যারা সুনির্দিষ্টভাবে রোযা পালন করে থাকেন, তারা তাদের এই কাজকর্মের পক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহ পেশ করে থাকেনঃ-

১। 'আলী ﷺ হতে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ- অর্থ- অর্ধ শা'বানের রাত যখন আসবে, তখন ঐ রাত জেগে থেকে তোমরা নামায-বন্দেগী করো এবং সেদিন (মধ্য শা'বানের দিন) রোযা পালন করো। কেননা আল্লাহ ﷻ ঐ রাতে সূর্যাস্তের পরই দুন্‌ইয়ার আছমানে নেমে আসেন, তারপর বলেনঃ- ক্ষমা প্রার্থনাকারী কেউ আছো কি? তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। রিয্‌ক্ব প্রার্থনাকারী কেউ আছো কি? তাহলে আমি তাকে রিয্‌ক্ব দান করব। রোগগ্রস্ত কেউ আছো কি? আমি তাকে আরোগ্য দান করব। আছো কি এমন কেউ? আছো কি এমন কেউ? এভাবে (বিভিন্ন ধরনের লোককে ডেকে ডেকে) বলতে থাকেন সুবহে সাদিক্ব পর্যন্ত। (ছুনানে ইবনে মাজাহ্)

২। কারদূছ সূত্রে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ- অর্থ- যে ব্যক্তি দুই 'ঈদের রাত্রি ('ঈদুল ফিত্বর ও 'ঈদুল আযহার রাত) এবং অর্ধ শা'বানের রাত্রি জেগে থাকবে (সমগ্র রাত জেগে 'ইবাদত-বন্দেগী করবে), তাহলে যেদিন অন্য সকল অন্তর মরে যাবে সেদিন তার অন্তর মরবে না। (মু'জামু ইবনিল আ'রাবী)

৩। মুছনাদে ফিরদাউছ এবং তারীখে দিমাশ্‌ক্ব গ্রন্থে আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী ﷺ এর সূত্রে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ- অর্থ- পাঁচটি রাত্রি এমন রয়েছে যাতে কোন দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না। রাজাব মাসের প্রথম রাত্রি, অর্ধ শা'বানের রাত্রি, জুমু'আর রাত্রি এবং দুই 'ঈদের রাত্রি।

৪। আনাছ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাছূলুল্লাহ্-কে (ﷺ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- অর্থ- রামাযানের পরে কোন রোযা সবচেয়ে উত্তম? উত্তরে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- রামাযানের সম্মানার্থে শা'বানের রোযা।

দালীল পর্যালোচনাঃ-

'আলী ﷺ এর সূত্রে বর্ণিত প্রথম বর্ণনাটি জাল তথা বানোয়াট। কারণ এর বর্ণনাসূত্রে আবূ বাক্‌র ইবনু 'আব্দিল্লাহ্ ইবনু আবী ছাবরাহ্ নামক জনৈক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যার সম্পর্কে ইমাম আহ্‌মাদ এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু মু'ঈন রাহিমাহুমাল্লাহ্ সহ প্রায় সকল মুহাদ্দিছীনে কিরাম বলেছেন যে, তিনি ছিলেন হাদীছ জালকারী বা বানোয়াট হাদীছ বর্ণনাকারী।

তাই এ হাদীছটি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় বরং এটি প্রত্যাখ্যাত।

কারদূছ সূত্রে বর্ণিত দ্বিতীয় বর্ণনাটিও আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেনঃ- এটি রাছূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত কোন হাদীছ নয়। ইমাম নাছায়ী ও ইমাম দারু ক্বোত্বনী রাহিমাহুমাল্লাহ্ বলেছেন যে, উক্ত হাদীছের বর্ণনাসূত্রে মারওয়ান ইবনু ছালিম নামে যে বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি হলেন পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী, যার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাকে সকলেই মিথ্যা বর্ণনাকারী হিসেবে জানতো।

'আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার আল 'আছক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন যে, উক্ত হাদীছটি মুনকার ও মুরছাল। (দেখুন! লীছানুল মীযান- ৪/৩৯১)

ইমাম আয্ যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ্ও বলেছেন যে, উক্ত হাদীছটি মুনকার এবং মুরছাল। (দেখুন! মীযানুল ই'তিদাল- ৫/৩৭২)

ইমাম নাসিরুদ্দীন আল আলবানী রাহিমাহুল্লাহ্ হাদীছটিকে মাওযূ' অর্থাৎ জাল ও বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন।

আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী সূত্রে বর্ণিত তৃতীয় বর্ণনাটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এর বর্ণণাসূত্রে ইবরাহীম ইবনু আবী ইয়াহ্‌ইয়া সহ আরো কজন পরিত্যাজ্য ও মিথ্যা বর্ণনাকারী রয়েছেন।

'আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার আল 'আছক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ্ উক্ত হাদীছকে

মারাত্মক দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।
'আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলআলবানী রাহিমাহুল্লাহ্ একে জাল আখ্যায়িত করেছেন। (দেখুন! ছিলছিলাতুল আহাদীছ আয্ যা'য়ীফাহ্, হাদীছ নং- ১৪৫২)
আনাছ ﷺ হতে বর্ণিত চতুর্থ বর্ণনাটিও অত্যন্ত দুর্বল, যা গ্রহণযোগ্য নয়।
'আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন যে, ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ্ উক্ত হাদীছকে গারীব বা অচেনা বলেছেন। হাদীছটির বর্ণনাকারী সাদাক্বাহ্ ইবনু মূছা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল একজন বর্ণনাকারী।
ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ্ তাকে তার কিতাবুয্ যু'আফা-তে দুর্বল বর্ণনাকারীগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
ইমাম মুনযিরী রাহিমাহুল্লাহ্ তার আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব গ্রন্থে হাদীছটির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।
সবচেয়ে বড় কথা হলো- এই দুর্বল হাদীছটি সাহীহ্ মুছলিমে বর্ণিত একটি বিশুদ্ধ হাদীছের বিপরীত। তাই এটি অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত। কেননা বিশুদ্ধ হাদীছের মুক্বাবিলায় বা বিপরীতে কোন দুর্বল হাদীছ গ্রহণ করা যেতে পারে না। সাহীহ্ মুছলিমে আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- রামাযানের পর সবচেয়ে উত্তম রোযা হলো মুহার্‌রাম মাসে রোযা পালন। (সাহীহ্ মুছলিম)
অথচ অতি দুর্বল এই হাদীছে বলা হচ্ছে- "রামাযানের পর শা'বান মাসে রোযা পালন সবচেয়ে উত্তম"। তাই এই হাদীছটি অগ্রহণযোগ্য।
যারা শবে বরাত বা লাইলাতুল বারাআত নামে পরিচিত অর্ধ শা'বানের রোযা বিশেষভাবে পালন করে থাকেন, তারা এর প্রমাণ হিসেবে মূলত: ছুনানু ইবনে মাজাহ্তে 'আলী ﷺ হতে বর্ণিত হাদীছ (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্ধ শা'বানের রাত্রি এলে তোমরা রাত জেগে 'ইবাদত-বন্দেগী করো আর দিনের বেলা রোযা রাখো)- এর উপরে নির্ভর করে থাকেন।
অথচ এই হাদীছটি যে অত্যন্ত দুর্বল, অগ্রহণযোগ্য এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিছীনে কিরামের দৃষ্টিতে এটি যে একটি জাল-বানোয়াট বর্ণনা, এটাকে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীছ বলা ঠিক নয়- সে বিষয়টি আমরা উপরে উল্লেখিত প্রথম হাদীছের পর্যালোচনায় মোটামুটি সবিস্তার আলোচনা করেছি। তাছাড়া অর্ধ শা'বানের রোযা পালন বিষয়ে বর্ণিত উল্লেখিত বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ার আরেকটি বিশেষ কারণ হলো যে, এই বর্ণনাটি আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত অন্য একটি বিশুদ্ধ বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐ বিশুদ্ধ বর্ণনাটিতে বর্ণিত রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- অর্ধ শা'বান থেকে রামাযান পর্যন্ত কোন রোযা নেই (অর্থাৎ কোনরূপ নফল সিয়াম পালন করতে নেই)। {আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, আহ্মাদ, নাছায়ী}
অথচ পনেরই শা'বান হলো মাসের অর্ধেক। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, যারা বিশেষভাবে অর্ধ শা'বানের রোযা পালন করে থাকেন, তারা মারাত্মক ভুল করে থাকেন। আর শুধু ভুলই নয় বরং ভুলের উপর ভুল। কখনো কখনো এর উপরে আরেক ভুল করে থাকেন। মোটকথা, অর্ধ শা'বান দিনে রোযা পালন করতে গিয়ে তারা দুই অথবা তিনটি ভুল করে থাকেন।
তাদের প্রথম ভুল হলো- তারা একটি জাল আর একান্ত যদি জাল না ও হয়, তথাপি নিঃসন্দেহে মারাত্মক দুর্বল একটি হাদীছের উপর 'আমল করে থাকেন। তাদের দ্বিতীয় ভুলটি হলো- তারা ঐ দিনের রোযা পালন করতে যেয়ে একটি বিশুদ্ধ হাদীছ বর্জন ও তার বিরোধিতা করে থাকেন (যে হাদীছটিতে অর্ধ শা'বান থেকে রামাযান পর্যন্ত রোযা না রাখার কথা বলা হয়েছে)। আর তৃতীয় ভুলটি তাদের দ্বারা তখনই হয়ে থাকে, যখন তারা বলেন যে, "এই রোযা রাখার ব্যাপারে আমাদের এতো হাদীছ-প্রমাণ দেখার প্রয়োজন নেই, বরং রোযা নিঃসন্দেহে একটি 'ইবাদত ও নেক কাজ। অতএব কোন হাদীছ থাকুক বা না থাকুক, আমরা তা পালন করবো"। কেননা এরূপ কথা ও কাজের দ্বারা তারা ইছলামের মধ্যে এমন একটি বিদ'আত তথা নব-সৃষ্ট বিষয় বা কাজ প্রবর্তন করেন, শারী'য়াতে যার কোন ভিত্তি নেই।
অতএব প্রত্যেক মুছলমানের উচিত, ঐ দিনটিকে রোযা পালনের জন্য নির্দিষ্ট না করা কিংবা কেবল এ দিনে বিশেষভাবে রোযা পালন না করা। কেননা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা ছালাফে সালিহীন ﷺ এরূপ করেছেন মর্মে গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ নেই। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি আইয়্যামে বীয অর্থাৎ প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩-১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রাখতে অভ্যস্থ হয়ে থাকেন কিংবা কেউ যদি শা'বান মাসে বেশি বেশি রোযা পালনে আগে থেকেই অভ্যস্থ হয়ে থাকে, এবং সে যদি এই দিনে রোযা পালনের বিশেষ কোন ফাযীলাত রয়েছে বলে মনে না করে, তাহলে তার জন্য এই দিন রোযা পালনে কোন অসুবিধা নেই।

১৪ই শা'বান দিবাগত রাতে অনেকে একশ রাকা'আত নফল সালাত আদায় করে থাকেন। প্রত্যেক রাক্'আতে ছূরা ফাতিহা পাঠের পরে দশবার করে ছূরা ইখলাস পাঠ করেন। একশ রাকা'আতে মোট এক হাজার বার ছূরা ইখলাস পাঠ করা হয় বিধায় এই সালাতকে তারা আলফিয়াহ্ বা হাজারী সালাত বলেন। ঐ রাতে সালাতে আলফিয়াহ্ পড়ার স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ বলে থাকেন যে, একটি বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ 'আলী ﷺ কে বলেছেন:- অর্থ- হে 'আলী! যে ব্যক্তি অর্ধ শা'বানের রাতে ১০০ রাকা'আত সালাত পড়বে, প্রতি রাক্'আতে ছূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং ১১ বার ক্বোলহুয়াল্লাহু আহাদ (ছূরা ইখলাস) পাঠ করবে, আল্লাহ ﷻ তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।
অন্য বর্ণনায় ছূরা ফাতিহা পাঠের পর প্রতি রাক্'আতে ৩০ বার ছূরা ইখলাস পাঠ করে মোট ১২ রাকা'আত, আবার অপর বর্ণনায় মোট ১৪ রাকা'আত সালাত এ রাতে (অর্ধ শা'বানের রাতে) আদায়ের এবং এর বহু ফাযীলাতের কথা বর্ণিত রয়েছে।

দালীল পর্যালোচনা:-

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো সম্পর্কে ইমাম আশ্ শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন যে, এগুলো মাওযূ' অর্থাৎ জাল বা বানোয়াট। (দেখুন! আল ফাওয়াইদুল মাজমূ'আ) আল লাআলী গ্রন্থেও এসব বর্ণনাকে মাওযূ তথা জাল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
মিশকাতুল মাসাবীহ্ গ্রন্থের খ্যাতনামা 'আরবী ভাষ্যকার মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী রাহিমাহুল্লাহ্ "আল লাআলী" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, জুমু'আ ও দুই 'ঈদের সালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে সালাতে আলফিয়াহ্ নামে মধ্য শা'বানের রাতে যে সালাত আদায় করা হয় এবং এর স্বপক্ষে যেসব হাদীছ ও আ-ছার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়, সে সবই জাল-বানোয়াট।
'আল্লামা হাফিয আল 'ইরাক্বী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন:- অর্ধ শা'বানের রাতে সালাত বিষয়ে যতসব হাদীছ রয়েছে, সবই হলো জাল-বানোয়াট এবং রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর নামে মিথ্যাচার।
ইমাম নাওয়াওয়ী রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর আল মাজমূ' গ্রন্থে বলেছেন:- সালাতুর্ রাগাইব এবং অর্ধ শা'বানের রাত্রির সালাত; সালাতুল আলফিয়াহ্, উভয় সালাতই হলো জঘন্য বিদ'আত। তিনি আরো বলেছেন যে, এ দু'টি নামাযের কথা (ইবনুল আ'রাবী-র) "ক্বোতুল ক্বোলূব" এবং (গাযালী-র) "ইয়াহ্ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে দেখে কিংবা উপরোল্লিখিত হাদীছটি দেখে কেউ যেন ধোঁকা না খায় (অর্থাৎ এগুলোকে সঠিক ও ছুন্নাহ্ সম্মত বা ছাওয়াবের কাজ মনে না করে)। কেননা এসবই হলো- বাত্বিল।
দ্বীনে ইছলামে এ দু'টি নামাযের যে কোন ভিত্তি নেই বরং এগুলো যে বাত্বিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক ইমাম আবূ মুহাম্মাদ 'আব্দুর্ রাহ্মান ইবনু ইছমা'য়ীল আল মাক্বাদিছী একটি স্বতন্ত্র মূল্যবান পুস্তিকা রচনা করেছেন।
ইমাম আত্তুরতূশী (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর "আল হাওয়াদিছ ওয়াল বিদ'উ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আল মাক্বাদিছী রাহিমাহুল্লাহ্কে বলতে শুনেছেন যে, সালাতুর্ রাগায়িব নামক যে সালাত রাজাব মাসের প্রথম তারিখে এবং অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে পড়া হয়, সর্বপ্রথম ৪৪৮ হিজরীতে বাইতুল মুক্বাদ্দাছ মাছজিদে এর উদ্ভব ও প্রবর্তন ঘটে। "ইবনু আবিল হামরা" নামক জনৈক ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই বিদ'আত প্রবর্তন করে।
রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা সাহাবায়ে কিরামের (ﷺ) কেউ এরূপ সালাত পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। ইমাম আবূ শামা রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন যে, "এতদ্বিষয়ে বর্ণিত বর্ণনাগুলো জাল-বানোয়াট ও দুর্বল। আর যেহেতু এগুলোর (সালাতুর্ রাগায়িব ও সালাতুল আলফিয়াহ-র) সঠিক কোন ভিত্তি বা প্রমাণ নেই, তাই এগুলো দ্বীনে ইছলামে নব-সৃষ্ট, নব-উদ্ভাবিত; জঘন্য বিদ'আত, যা অবশ্যই বর্জনীয়"।

যারা অর্ধ শা'বানের রাত্রিকে জন্ম-মৃত্যু, রিয্ক্ব-রুযী ইত্যাদি বিষয়ে ভাগ্য লিপিবদ্ধ করার রাত বলে বিশ্বাস করেন, তারা তাদের এ ধারণা বা বিশ্বাসের স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ ইমাম বাইহাক্বীর আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর গ্রন্থের বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত একটি হাদীছ উল্লেখ করে থাকেন, যাতে বর্ণিত রয়েছে যে, একদা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ 'আয়িশাহ্-কে (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) জিজ্ঞেস করলেন:- অর্থ- (হে 'আয়িশাহ্!) তুমি কি জানো, এটা অর্থাৎ মধ্য শা'বানের রাত- কোন রাত? তিনি বললেন- এ রাতে কি রয়েছে, হে আল্লাহ্র রাছূল (ﷺ)? তিনি (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন- এ বছরে যেসব আদম-সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, এ রাতে তাদের বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়, এবং যেসব আদম সন্তান এ বছরে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের বিষয়ও লিপিবদ্ধ করা হয়। এ রাতেই তাদের 'আমলগুলো উত্থিত (পেশ করা) হয় এবং এ রাতেই তাদের রিয্ক্ব নাযিল করা হয়।
(মিশকাতুল মাসাবীহ্, রামাযান মাসে ক্বিয়াম {নফল সালাত} অধ্যায়)

দালীল পর্যালোচনাঃ-

ক) মিশকাতুল মাসাবীহ্ গ্রন্থের সংকলক ইমাম ওয়ালী উদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ্) উক্ত হাদীছটি ইমাম বায়হাক্বী রাহিমাহুল্লাহ্ এর "আদ্ দা'ওয়াত আল কাবীর" গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম বায়হাক্বী রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর এই গ্রন্থে অর্ধ শা'বানের রাত্রি সম্পর্কে মাত্র দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এই হাদীছ দু'টি সম্পর্কে তিনি নিজেই (ইমাম বায়হাক্বী রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে বলেছেন যে, এগুলো হলো মুনকার (অজ্ঞাত-অপরিচিত, কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর একক বর্ণনা, বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত, অগ্রহণযোগ্য) হাদীছ। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে আরো বলেছেন যে, অর্ধ শা'বানের রাত্রি সম্পর্কে অনেক মুনকার হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। মোটকথা, যার সূত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ্ গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, হাদীছটি মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য।

খ) হাদীছে বর্ণিত- "অর্থাৎ অর্ধ শা'বানের রাত্রি" (ইয়া'নী লাইলাতুন্ নিসফি মিন শা'বান) এ কথাটি অধিকাংশ মুহাদ্দিছীনে কিরামের মতে- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা এর কথা নয় বরং তা অন্য কোন বর্ণনাকারীর নিজস্ব ব্যাখ্যা, যেটি কোনভাবেই হাদীছের অংশ হতে পারে না।

গ) যদি হাদীছটি প্রকৃত অর্থে অর্ধ শা'বানের রাত্রি সম্পর্কে হতো, তাহলে মিশকাতুল মাসাবীহ্ এর গ্রন্থকার হাদীছটিকে স্বীয় গ্রন্থে "রামাযান মাসের রাতের সালাত" অধ্যায়ে উল্লেখ করতেন না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, হাদীছে বর্ণিত তাক্বদীর সম্পর্কিত বিষয়গুলো অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে নয় বরং রামাযান মাসের লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে সংঘটিত হয়ে থাকে। ক্বোরআনে কারীমের একাধিক আয়াত ও হাদীছ দ্বারা তা-ই প্রমাণিত।

যারা বিশেষভাবে মধ্য শা'বানের রাত্রিতে (তাদের ভাষায়- শবে বরাত বা লাইলাতুল বারাআতে) ক্বরব যিয়ারাত করে থাকেন, তারা তাদের এ কাজের প্রমাণ স্বরূপ 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত একটি হাদীছ পেশ করে থাকেন, তাতে বর্ণিত রয়েছে, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন- অর্থ- এক রাতে আমি রাছূলুল্লাহ্‌কে (ﷺ) পেলাম না, তাই আমি (তাঁকে খুঁজতে) বের হয়ে গিয়ে তাকে বাক্বী'তে (মাক্ববারাতুল বাক্বী' বা বাক্বী' নামক ক্বরস্থানে) দেখতে পেলাম। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন- তুমি কি আশঙ্কা করছো আল্লাহ (ﷻ) ও তাঁর রাছূল (ﷺ) তোমার প্রতি অবিচার করবেন? আমি বললাম- হে আল্লাহ্‌র রাছূল (ﷺ)! আমার ধারণা ছিল আপনি আপনার অন্য স্ত্রীর নিকট গিয়েছেন। তিনি (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন- আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মধ্য শা'বানের রাত্রিতে দুন্‌ইয়ার আকাশে অবতরণ করেন, অতঃপর কালব গোত্রের মেষপালের পশম সংখ্যারও অধিক লোককে ক্ষমা করেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

দালীল পর্যালোচনাঃ-

ক) এ হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন- আমি এই হাদীছটিকে কেবল (বর্ণনাকারী) হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত এর সূত্রে বা ছনদেই জানি, অর্থাৎ একমাত্র হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন ছনদ বা সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তাছাড়া আমি মুহাম্মাদ অর্থাৎ ইমাম বুখারীকে উপরোক্ত হাদীছটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করতে শুনেছি।

খ) হাদীছটির বর্ণনাসূত্র তথা ছনদ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারায় "ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাছীর" নামক যে বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি 'উরওয়াহ্ থেকে হাদীছ শুনেননি। আর ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন যে, উক্ত হাদীছের বর্ণনাধারায় হাজ্জাজ নামক যে বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাছীর থেকে হাদীছ শুনেননি। অতএব স্পষ্টতঃ জানা গেল যে, উক্ত হাদীছের ছনদ দুই দিক থেকে মুনক্বাত্বি' বা বিচ্ছিন্ন।

গ) হাদীছটির বর্ণনাকারী হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত অতি দুর্বল বর্ণনাকারী। তিনি মুদাল্লিছ হিসেবে মুহাদ্দিছীনে কিরামের নিকট পরিচিত। তদুপরি তিনি 'আন'আন (অমুক থেকে অমুক, অমুক থেকে অমুক- এরূপ) শব্দে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং অত্যন্ত দুর্বল একজন মাত্র বর্ণনাকারী হতে বিচ্ছিন্ন সূত্রে এবং অগ্রহণযোগ্য ভাষ্যে বর্ণিত একটি হাদীছ কোন বিশেষ 'আমল বা 'ইবাদত সাব্যস্তের জন্য দালীল হতে পারে না।

ঘ) তর্কের খাতিরে যদি উক্ত হাদীছটিকে সুন্দর বা গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া যায়, তাহলেও তো তাতে এই রাতে ক্বরব যিয়ারত কিংবা রাত জেগে 'ইবাদত-বন্দেগী করার পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এসব না করারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে বিশেষভাবে ক্বরব যিয়ারত কিংবা রাত জেগে 'ইবাদত-বন্দেগী করা, পরের দিন রোযা পালন করা ইত্যাদি 'আমল যদি ছুন্নাত বা মুছ্তাহাব হতো, তাহলে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এসব করার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে (ﷺ) বলতেন কিংবা তাদের সামনে এ কাজগুলো করতেন। কিন্তু না, দেখা যায় যে, অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামকে (ﷺ) বলা বা জানানো তো দূরে থাক, পাশে শায়িত 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহাকেও কিছু বুঝতে দেননি, তাকে তিনি জাগাননি, তাকে সালাত আদায় কিংবা তাসবীহ্, তাহ্লীল বা ইছ্তিগফার কিছুই করতে বলেননি। এমনকি বাক্বী' ক্ববরস্থানে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা যখন রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কে খুজে পেলেন, তখন তিনি (ﷺ)'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহাকে শুধু এটুকুই জানালেন যে, এ রাতে আল্লাহ ﷻ অসংখ্য লোককে ক্ষমা করেন। কিন্তু তিনি 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহাকে বিশেষ কোন 'ইবাদত-বন্দেগী করার নির্দেশ দেননি। অথচ দ্বীনী বিষয়ে যখন যেখানে যা বলা প্রয়োজন সেটা বলে দেয়াই ছিল রাছূলের (ﷺ) দায়িত্ব। এতদসত্ত্বেও যেহেতু তিনি সাহাবায়ে কিরাম ﷺ কিংবা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহাকে ঐ রাতে বিশেষ কোন সালাত বা 'ইবাদত-বন্দেগী বা ক্ববর যিয়ারতের কথা, হালুয়া- রুটি বিতরণের কথা কিংবা পনেরই শা'বান রোযা পালনের কথা বলেননি তাই তাতে প্রমাণিত হয় যে, অর্ধ শা'বান উপলক্ষে এ ধরনের কোন কাজ দ্বীনে ইছলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর দ্বীনে ইছলামের অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ কোন বিষয় ইছলামে প্রবর্তন করা হলো- বিদ'আত এবং ভ্রষ্টতা, যা অবশ্যই বর্জনীয়। এ সম্পর্কে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ- অর্থ- যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে এমন নতুন কোন বিষয় উদ্ভাবন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে তা হবে প্রত্যাখ্যাত। (সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছলিম)

যারা অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে মৃত ব্যক্তিদের রূহ্ স্ব স্ব গৃহে ফিরে আসে বলে ধারণা পোষণ করেন এবং তজ্জন্য ঘর-বাড়িগুলোকে মোমবাতি, আগরবাতি বা নানা রংয়ের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করে থাকেন, তারা তাদের এই ধারণা বিশ্বাস ও কার্যক্রমের স্বপক্ষে ছূরা আল ক্বাদ্‌রের ৪নং আয়াত উল্লেখ করে থাকেন। যাতে ইরশাদ হয়েছে- অর্থাৎ- ঐ রাতে (লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে) ফিরিশ্‌তাগণ ও রূহ্ অবতীর্ণ হন সকল বিষয়ে তাদের প্রতিপালকের অনুমতি নিয়ে। (ছূরা আল ক্বাদ্‌র- ৪)

অথচ আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, ফিরিশ্‌তাগণ ও রূহের অবতরণের বিষয়টি লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে সংঘটিত হয়ে থাকে। এছাড়া আয়াতে উল্লেখিত "রূহ্" বলতে তারা মৃত মানুষের রূহ্‌গুলোর কথা বুঝেছেন, অথচ দুন্‌ইয়ার কোন 'আলিম বা মুফাছ্ছির এখানে রূহের এই অর্থ বুঝেননি। ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ্ সহ অধিকাংশ মুফাছ্ছিরীনে কিরাম বলেছেন যে, এ আয়াতে রূহ্ বলতে জিবরাঈল ﷺ কে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, এ আয়াতে রূহ্ বলতে বিশেষ ধরনের ফিরিশ্‌তা বুঝানো হয়েছে, তবে এ কথার গ্রহণযোগ্য কোন ভিত্তি নেই।

(দেখুন! ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ্ সংকলিত তাফছীরুল ক্বোরআনুল 'আযীম)

আসলে এরূপ ধারণা হিন্দুদের পুনর্জন্মবাদের ধারণার অনুকরণ ও অনুসরণ ব্যতীত কিছু নয়।

শাইখ 'আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দিছে দিহ্লাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন যে, এই রাতে আলোকসজ্জা করা হিন্দুদের দেওয়ালী উৎসবের অনুকরণ মাত্র। অনেকে বলেছেন যে, অর্ধ শা'বান উপলক্ষে উপরোক্ত কাজ-কর্মগুলো খলীফাহ্ হারূনুর্ রাশীদের নও-মুছলিম (যারা অগ্নিপূজক ছিল) বারামকী মন্ত্রীদের চালু করা বিদ'আত। (দেখুন! তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী- ৩/৪৪৩। আল ইবদা' লিশ্ শাইখ 'আলী মাহ্ফূয)

এবার রইলো মধ্য শা'বান উপলক্ষে হালুয়া-রুটি ইত্যাদি নরম খাবার বিতরণ প্রসঙ্গ। এ কাজটি যারা করে থাকেন তাদের ধারণা-বিশ্বাস হলো যে, এই দিনে উহুদের যুদ্ধে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর মুবারাক দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাই তাঁর (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর) প্রতি সমবেদনা প্রকাশের জন্য তারা এরূপ করে থাকেন। অথচ যারা এসব কথা বলে থাকেন তারা জানেনই না যে, উহুদের যুদ্ধ মধ্য শা'বানে তো দূরের কথা বরং শা'বান মাসেই হয়নি বরং এ যুদ্ধটি তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকালবেলা সংঘটিত হয়েছিল। (দেখুন! দালাইলুন্ নুবুওয়্যাহ্ লিল ইমাম আল বাইহাক্বী- ৩/২০১-২০২)

উপরোক্ত আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, অর্ধ শা'বানের রাত্রি (যেটাকে আমাদের সমাজে লাইলাতুল বারাআত বা শবে বরাত বলা হয়) উপলক্ষে বিশেষভাবে একাকী কিংবা সমবেতভাবে রাত্রি জাগরণ, ১০০ রাকা'আত সালাত আদায়, বিশেষ কোন 'ইবাদত-বন্দেগী পালন, দু'আ-দুরূদ কিংবা ওয়া'য-মাহ্ফিলের আয়োজন, পরের দিন রোযা পালন, ক্ববর যিয়ারত, আলোকসজ্জা, মৃত ব্যক্তিদের রূহ্ আগমনের প্রতিক্ষা, হালুয়া-রুটি বিতরণ, এই রাত্রিকে ভাগ্য নির্ধারণের রাত্রি বলে বিশ্বাস পোষণ, তজ্জন্য ঐ রাতে ভালো খাবারের আয়োজন, নতুন পোষাক পরিধান ইত্যাদি কাজ-কর্মের সঠিক কোন ভিত্তি কিংবা গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ শারী'য়াতে নেই। এগুলো হলো- দ্বীনে ইছলামের মধ্যে নব-সৃষ্ট ও নব-উদ্ভাবিত বিষয় তথা বিদ'আত। তাই এসব ধারণা-বিশ্বাস ও কাজ-কর্ম প্রত্যাখ্যান ও বর্জন করা ওয়াজিব।

অর্ধ শা'বানের রাত্রি বিষয়ে মুছলিম উম্মাহ্‌র অবস্থান:

শবে বরাত বা লাইলাতুল বারাআত বা অর্ধ শা'বানের রাত্রি বিষয়ে মুছলিম উম্মাহ্ **প্রথমতঃ** মোটামুটি ৩ ভাগে বিভক্ত:-

এক) যারা এ রাতের বিশেষ কোন মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে মনে করেন না এবং এ রাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না।

দুই) যারা এ রাতকে সৌভাগ্য রজনী অর্থাৎ ভাগ্য নির্ধারণের রজনী বলে মনে করেন। তজ্জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নানা প্রকার 'আমল-'ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রটি উদযাপন করেন।

তিন) যারা একে সৌভাগ্য-রজনী বলে মনে করেন না, তবে এ রাতের বিশেষ কিছু মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে মনে করেন।

এই তৃতীয় প্রকারের লোকেরা আবার তিনভাগে বিভক্ত-

প্রথমতঃ- যারা বিশেষভাবে এই রাতে একাকী নীরবে-নিভৃতে সালাত, তিলাওয়াতুল ক্বোরআন, যিক্‌র, দরূদ, তাছবীহ্, দু'আ, ইছ্‌তিগফার করে থাকেন এবং বিশেষভাবে **১৫ই** শা'বান দিনে রোযা পালন করে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ- যারা এ কাজগুলো আনুষ্ঠানিক ও সমবেতভাবে পালন করে থাকেন এবং **১৫ই** শা'বানের রোযা বিশেষভাবে পালন করে থাকেন।

তৃতীয়তঃ- যারা এ রাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে বলে স্বীকার করেন, কিন্তু এ রাত উপলক্ষে বিশেষভাবে কোন 'ইবাদত-বন্দেগী করেন না কিংবা পনেরোই শা'বান বিশেষভাবে রোযা পালন করেন না।

প্রথম প্রকার লোকেরা যারা এ রাতের বিশেষ কোন মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে মনে করেন না আর তাই এ রাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, তাদের কথা হলো- যেহেতু মধ্য শা'বানের ফাযীলাত বিষয়ে যেসব হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে সেসবের প্রায় সবগুলোই যয়ীফ অথবা মাওযূ' (জাল), আবার এর কোনটি সাহীহ্ হাদীছের বিরোধী, অতএব এসবের দ্বারা কোন বিশেষ দিন অথবা রাতের বিশেষ কোন মর্যাদা কিংবা বিশেষ কোন 'আমল-'ইবাদত প্রমাণ করা যাবে না।

ধারণা ও দাবি বিশ্লেষণ:-

উপরোক্ত ধারণা ও দাবিটি পুরোপুরি সঠিক নয়। কেননা শা'বান মাস এবং মধ্য শা'বানের রাতের বৈশিষ্ট্য ও ফাযীলাত সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য বেশক'টি হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া এ সম্পর্কিত যেসব দুর্বল হাদীছ বর্ণিত রয়েছে যদিও পৃথক পৃথকভাবে এ হাদীছগুলো দুর্বল কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে একটি অপরটির সমার্থ ও সমর্থক হওয়ার কারণে এবং একাধিক বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত থাকার কারণে হাদীছ বিশেষজ্ঞ 'উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে সেগুলো গ্রহণযোগ্য। তবে অবশ্যই মধ্য শা'বানের ফাযীলাত সম্পর্কে এবং সে রাতে বিশেষভাবে 'ইবাদত-বন্দেগী ও দিনে রোযা পালন বিষয়ে কিছু জাল-বানোয়াট এবং অত্যন্ত দুর্বল হাদীছ বর্ণিত রয়েছে, যেগুলো অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয়।

দ্বিতীয় প্রকার লোকেরা যারা এ রাতকে ভাগ্য নির্ধারণের রাত বলে বিশ্বাস করেন এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিভিন্ন প্রকার 'আমল-'ইবাদত ও সিয়াম পালনের মাধ্যমে মধ্য শা'বানের রাত্রি ও দিবসটিকে বিশেষভাবে উদযাপন করে থাকেন, বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ লোক মধ্য শা'বান সম্পর্কে যেসব ধারণা-বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন এবং এই রাত্রি ও দিবসটিকে যেভাবে উদযাপন করে থাকেন, তাদের এসব ধারণা-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম এবং যেসব দালীলের ভিত্তিতে তারা এসব করে থাকেন, সে সবই যে বাত্বিল, ভিত্তিহীন এবং অগ্রহণযোগ্য, সেসব বিষয়ে আমরা এই প্রবন্ধের শুরুতেই সবিস্তার আলোচনা করেছি।

তৃতীয় প্রকার লোকেরা যারা এ রাতকে ভাগ্য নির্ধারণের রাত্রি বলে মনে করেন না, তবে একথা বিশ্বাস করেন যে এ রাতের বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর তাই তাদের কেউ কেউ একাকী আবার অনেকে সমবেতভাবে নামায, দু'আ, ও'য়ায-নাসীহাত যিক্‌র-আযকারের মাধ্যমে এ রাতটি উদযাপন করে থাকেন এবং **১৫ই** শা'বান রোযা পালন করে থাকেন, তারা তাদের এসব কার্যক্রমের স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ **প্রথমতঃ** এ রাতের ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীছগুলো পেশ করে থাকেন। তাদের দাবি হলো- তারা এ রাতের ফাযীলাত লাভের জন্যই এরূপ করে থাকেন।

কিন্তু তাদের এ দাবিটি আদৌ সঠিক নয়। এর কারণ হলো- অর্ধ শা'বানের ফাযীলাত সম্পর্কিত হাদীছগুলোকে আমরা যদি সঠিক বলে মেনে নেই তথাপি এসব হাদীছে ঐ রাতে বিশেষকরে সম্মিলিতভাবে কোনরূপ 'ইবাদত-বন্দেগী করার কিংবা পরের দিন বিশেষভাবে রোযা পালনের কথা বলা হয়নি। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা সাহাবায়ে কিরাম ﷺ এরূপ করেননি কিংবা করতে বলেননি। তাই নিঃসন্দেহে এসব কাজ বিদ'আত। যদি এভাবে এ রাত্রটি উদযাপন করা কিংবা পরের দিন রোযা পালন করা 'ইবাদত কিংবা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছাওয়াবের কাজ হতো তাহলে অবশ্যই রাছূলুল্লাহ্ ﷺ তা করতেন এবং স্বীয় উম্মাতকে এসব করার নির্দেশ দিতেন। কারণ উম্মাতকে প্রতিটি কল্যাণের পথ-নির্দেশ করা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর দ্বীনী দায়িত্ব ছিল। তাই এমন কোন ভালো ও কল্যাণকর কাজ নেই যেটি করার জন্য তিনি তাঁর উম্মাতকে বলে যাননি এবং এমন কোন অসৎ ও মন্দ কাজ নেই যে বিষয়ে তিনি তাঁর উম্মাতকে সতর্ক ও সাবধান করেন নি। যেহেতু রাছূলুল্লাহ্ কিংবা সাহাবায়ে কিরাম ﷺ এরূপ কিছু করেছেন বা করতে বলেছেন মর্মে গ্রহণযোগ্য সূত্রে কোন কিছু বর্ণিত নেই তাই তাতে প্রমাণিত হয় যে, এসব কাজ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং দ্বীন বা 'ইবাদত-বন্দেগীর নামে এসব হলো নব-সৃষ্ট ও নব-উদ্ভাবিত বিষয় অর্থাৎ বিদ'আত, যা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয়।

দ্বিতীয়তঃ যারা এসব কাজ করে থাকেন, তারা প্রমাণস্বরূপ বলে থাকেন যে, সিরিয়ার কয়েকজন তাবি'য়ী (মাকহুল, খালিদ ইবনু মা'দান প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহ্) বেশ গুরুত্বের সাথে রাতটি আনুষ্ঠানিকভাবে 'ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে উদযাপন করতেন। এ বিষয়ে আমাদের কথা হলো- হ্যাঁ, একথা সত্য। এ রাতের ফাযীলাত এবং 'ইবাদত-বন্দেগীর বিষয়ে কিছু ইছরায়িলী জাল-বানোয়াট বর্ণনা তাদের কাছে পৌঁছেছিল, সর্বপ্রথম তারাই এগুলোকে সত্য ও সঠিক মনে করে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ রাতে বিশেষভাবে 'ইবাদত-বন্দেগী করতে শুরু করেন। অতঃপর তাদের দেখাদেখি অন্যরাও তা করতে থাকে। এভাবে বিষয়টি যখন শহর থেকে শহরে ছড়াতে থাকে তখনই বিষয়টি নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। বসরার কিছু সংখ্যক 'ইবাদত গোযার লোকেরা বিষয়টিকে সাদরে গ্রহণ করেন। তবে মাক্কাহ্-মাদীনা সহ অন্যান্য 'আরব অঞ্চলের বেশিরভাগ 'উলামা ও ফুক্বাহায়ে কিরাম বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেন। সিরিয়ার যে সকল 'আলিমগণ বিষয়টিকে গ্রহণ করেছিলেন, তারাও পরস্পর দুভাগে বিভক্ত হয়ে যান, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ রাতটিকে মাছজিদে সম্মিলিতভাবে জেগে থেকে সালাত-বন্দেগীর মাধ্যমে উদযাপন করা মুছ্‌তাহাব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে শাম বা সিরিয়াবাসীর প্রখ্যাত ইমাম, ফিক্বহ্‌বীদ ও 'আলিম ইমাম আওযা'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) এভাবে এ রাত্রটি উদযাপন করাকে মাকরূহ্ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে তিনি ঐ রাতে মাছজিদে যেয়ে ছুন্নাহ্‌সম্মতভাবে সালাত, দু'আ, যিক্‌র ইত্যাদি 'ইবাদত-বন্দেগী ব্যক্তিগতভাবে, নিরবে একাকী করাকে মাকরূহ্ বলে মনে করতেন না। (দেখুন! লাত্বায়িফুল মা'আরিফ ফীমা লি মাওআছিমিল 'আম মিনাল ওয়াযা-য়িফ- লিল হাফিয ইবনু রাজাব, পৃষ্ঠা নং- ২৬৩)

হাফিয ইবনু রাজাব (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর লাত্বায়িফুল মা'আরিফ গ্রন্থে উপরোক্ত কথাগুলো বলার পর অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন:- অর্থ- অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে বিশেষভাবে সালাত আদায়ের বিষয়ে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ হতে কিংবা তাঁর সাহাবায়ে কিরাম ﷺ হতে কোন কিছু বর্ণিত নেই। তবে শামের কিছু সংখ্যক ফক্বীহ্ তাবি'য়ীগণের নিকট হতে কিছু কথা-বার্তা বর্ণিত রয়েছে।

(লাত্বাইফুল মা'আরিফ, পৃষ্ঠা নং- ২৬৩)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, সুনির্দিষ্টভাবে অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা সাহাবায়ে কিরাম ﷺ একাকী কিংবা জামা'আতবদ্ধ হয়ে রাত জেগে বিশেষ কোন 'ইবাদত-বন্দেগী, সালাত, যিক্‌র, ও'য়ায-নাসীহাত ইত্যাদি করেননি, কিংবা করার নির্দেশ দেননি।

অতএব ইছরায়িলী কয়েকটি জাল ও বানোয়াট হাদীছের ভিত্তিতে সিরিয়ার কয়েকজন তাবি'য়ীর একটি 'আমল, দ্বীন বা 'ইবাদতের ক্ষেত্রে দালীল হতে পারে না। এছাড়া যেখানে এই 'আমল সম্পাদনের পদ্ধতি বিষয়ে একদিকে যেমন তাদের নিজেদের মধ্যে ছিল মতবিরোধ, অপরদিকে তাদের সময়কার অধিকাংশ তাবি'য়ীগণ ছিলেন সম্পূর্ণরূপে এর বিরুদ্ধে। তারা এটিকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইমাম আবূ বাক্‌র আত্‌তুরতূশী (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর "আল হাওয়াদিছ ওয়াল বিদ'উ" গ্রন্থে বলেছেন:- অর্থ- "আমরা আমাদের মাশাইখ অথবা ফুক্বাহার মধ্যে এমন কাউকে পাইনি যিনি মধ্য শা'বানের প্রতি কোনরূপ নযর দিতেন। তারা এতদ্বিষয়ে মাকহুল বর্ণিত হাদীছের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করতেন না। তারা অন্যান্য দিন বা রাত্রির উপর মধ্য শা'বানের বিশেষ কোন মর্যাদা রয়েছে বলে মনে করতেন না"।

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: আর তা হলো- যেসব বর্ণনায় সিরিয়ার কিছু সংখ্যক তাবি'য়ী ও ফুক্বাহায়ে কিরাম কর্তৃক একাকী কিংবা সমবেতভাবে সালাত-বন্দেগীর মাধ্যমে অর্ধ শা'বানের রাত্রটি উদযাপনের কথা উল্লেখ রয়েছে, সেসব বর্ণনায় কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে তারা পরের দিন অর্থাৎ **১৫ই** শা'বান বিশেষভাবে রোযা পালন করতেন। বরং ইবনু তাইমিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ছালাফদের মধ্য হতে কেউ কেউ মধ্য শা'বানের রাত্রটিকে শুধুমাত্র (নফল) নামাযের জন্য নির্ধারণ করে রাখতেন। (দেখুন! ইক্বতিযাউস্ সিরাত্বিল মুছ্‌তাক্বীম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম। পৃ: নং ১৩৬)

সুতরাং কোন কোন তাবি'য়ী মধ্য শা'বানের রোযা পালন করেছেন মর্মে যে দাবি করা হয়, সেই দাবির সত্যতার পক্ষে সঠিক কোন প্রমাণ নেই।

তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত যেসব লোকেরা এ রাতকে ভাগ্য নির্ধারণের রাত বলে আদৌ মনে করেন না, এবং বিশেষভাবে সালাত কিংবা 'ইবাদাত-বন্দেগী পালনের জন্য এ রাতকে নির্ধারণ করেন না, অর্থাৎ এ রাত উপলক্ষে বিশেষভাবে কোন 'ইবাদত-বন্দেগী করেন না এবং পরের দিন অর্থাৎ পনেরোই শা'বান বিশেষভাবে রোযা পালন করেন না, তবে এ রাতের বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন।

তাদের সম্পর্কে কথা হলো- ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্র দালীল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, লাইলাতুন্ নিসফি মিন শা'বান (মধ্য শা'বানের রাত্রি) বিষয়ে তাদের ধারণা-বিশ্বাস এবং অনুসৃত নীতিই আল্লাহ চাহেতো সঠিক। আর এটাই হলো আহ্লুছ্ ছুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ আয়িম্যাহ্ ও 'উলামায়ে কিরামের অভিমত।

উপরোক্ত অভিমতটি কিভাবে সত্য-সঠিক বলে প্রমাণিত হলো?

এর উত্তর হলো- **প্রথমতঃ-** এ রাত্রি যে ভাগ্য নির্ধারণের রাত নয় সে বিষয়টি আমরা প্রবন্ধের শুরুতেই ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্র সুস্পষ্ট প্রমাণসহ আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়তঃ- "এ রাতের বিশেষ কোন মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য নেই বরং অন্যান্য সাধারণ রাতের ন্যায় এটি একটি সাধারণ রাত বলে যারা দাবি করেন, তাদের এ দাবি যে সঠিক নয়- এ কথাটি আমরা আগেই বলে রেখেছি। কেননা যদিও মধ্য শা'বান বিষয়ে বর্ণিত অধিকাংশ বর্ণনাই জাল-বানোয়াট এবং দুর্বল, তথাপি এ রাতের ফাযীলাত ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাছান তথা গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত এবং একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য বেশক'টি হাদীছ রয়েছে। এগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রটির বিশেষ ফাযীলাত বা মর্যাদা রয়েছে। যেমন- **(১)** আবূ ছা'লাবাহ্ আল খুশানী ﵁ বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- প্রবল প্রকাশ্য ক্ষমতাশীল আল্লাহ অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে তাঁর বান্দাহ্দের প্রতি তাকান, অতঃপর তিনি মু'মিনদের ক্ষমা করে দেন, কাফিরদেরকে আরো বেশি নাফরমানী করার জন্য সময় সম্প্রসারিত করে দেন এবং হিংসুকদের তাদের হিংসার উপর ছেড়ে দেন, যে পর্যন্ত না তারা হিংসা পরিত্যাগ করে। (শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে ইমাম বাইহাক্বী রাহিমাহুল্লাহ্ এ হাদীছটিকে হাছান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসিরুদ্দীন আল আলবানী রাহিমাহুল্লাহ্ উক্ত হাদীছকে সাহীহ্ আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম ত্বাবারানী রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর "আল মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে অন্য একটি হাছান সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন)

(২) মু'আয ইবনু জাবাল ﵁ হতে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে আল্লাহ (ﷻ) তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাকান, অতঃপর মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত সমগ্র মানবজাতিকে তিনি ক্ষমা করে দেন। (আছছুন্নাহ্ লি ইবনি আবী 'আসিম- ৫১২। সাহীহ্ ইবনু হিব্বান-৫৬৬৫। আল মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বাবারানী- ২১৫। আল হুলইয়া লি আবী না'য়ীম-৫/১৯১। শু'আবুল ঈমান লিল বাইহাক্বী- ৬৬২৮) ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ্ উক্ত হাদীছকে সাহীহ্ বলেছেন। নাসিরুদ্দীন আল আলবানী রাহিমাহুল্লাহ্ হাদীছটিকে সাহীহ্ বলেছেন। (দেখুন! সাহীহ্ আল জামে'- ৪২৬৮) তিনি আরো বলেছেন যে, "এই হাদীছটি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সূত্রে মু'আয ইবনু জাবাল, আবূ ছা'লাবাহ্ আল খুশানী, 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'আম্র, আবূ মূছা আল আশ'আরী, আবূ হুরাইরাহ্, 'আউফ ইবনু মালিক, আবূ বাক্র আস্সিদ্দীক্ব, 'আয়িশাহ্ ﵄ প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামের এক জামা'আত থেকে বর্ণিত রয়েছে। প্রতিটি বর্ণনাই একটি অপরটিকে সমর্থন করে"।

তাই হাদীছটি যে নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। উপরোক্ত হাদীছের বিভিন্ন বর্ণনাসূত্রগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে তথ্য-তালাশ ও যাচাই-বাছাইয়ের পর ইমাম নাসিরুদ্ দ্বীন আল আলবানী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন:- "যারা বলে থাকেন যে, অর্ধ শা'বানের রাত্রি সম্পর্কে (এই রাতের ফাযীলাত সম্পর্কে) গ্রহণযোগ্য কোন হাদীছ বর্ণিত নেই, তারা মূলত: এতদসম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলোর ছনদ বা বর্ণনাসূত্রগুলো ভালো করে যাচাই-বাছাই ও তথ্য-তালাশের পিছনে সময় ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার না করার কারণেই এরূপ বলে থাকেন"।

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ তাঁর "ইক্বতিযাউস্ সিরাত্ব" গ্রন্থে বলেছেন:- অর্থ- "মধ্য শা'বান রাতের ফাযীলাত সম্পর্কে এমন অনেক **মারফূ' (রাছূল ﷺ হতে বর্ণিত) হাদীছ** এবং **আ-ছার (সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'য়ীনের কথা ও কাজ)** বর্ণিত রয়েছে, যেগুলো এ রাতের ফাযীলাতপূর্ণ হওয়ারই দাবি রাখে"।

তিনি (ইবনু তাইমিয়াহ্ রাহিমাহুল্লাহ্) আরো বলেছেন:- অর্থ- "আমাদের এবং আরো অন্যান্য 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে অধিকাংশের অভিমত হলো যে, এ রাতটি ফাযীলাতপূর্ণ রাত। কেননা এ সম্পর্কে (অর্ধ শা'বানের রাত্রটি ফাযীলাতপূর্ণ হওয়া সম্পর্কে) বেশক'টি হাদীছ বর্ণিত রয়েছে, তাছাড়া ছালাফদের কথাও বিষয়টিকে সমর্থন করে। ইমাম আহ্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ্) এর বক্তব্যও তা-ই প্রমাণ করে"।

অর্ধ শা'বানের রাত্রি সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত প্রমাণাদী এবং ছালাফে সালিহীনের বক্তব্যের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, এ রাত্রটি একটি ফাযীলাত তথা মর্যাদাপূর্ণ রাত।

তৃতীয়তঃ- আমরা আগেই বলেছি যে, যদিও এ রাতটি মর্যাদাসম্পন্ন একটি রাত, এ রাতের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তথাপি এ রাত্রটিকে সালাত, দু'আ-দুরূদ, যিক্র-আযকার, ওয়া'য-নাসীহাত ইত্যাদির জন্য এবং পরের দিনকে রোযা পালনের জন্য নির্ধারণ করা যাবে না। মোটকথা, এ রাত উপলক্ষে একাকী কিংবা সমবেতভাবে, বিশেষ কোন 'ইবাদত-বন্দেগী করা যাবে না। এমনিভাবে **১৫ই** শা'বান বিশেষভাবে রোযা পালন করা যাবে না। কেন রোযা পালন করা যাবে না, সে বিষয়ে আমরা এই প্রবন্ধে ইতোমধ্যে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। সাথে সাথে যারা এরূপ করে থাকেন তাদের দাবি-দাওয়া এবং উপস্থাপিত প্রমাণাদী যে ভুল ও অগ্রহণযোগ্য, সে বিষয়টিও আমরা যথাযথ প্রমাণসহ আলোচনা করেছি।

শাইখুল ইছলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) তাঁর ইক্বতিযাউস্ সিরাত্ব গ্রন্থে অর্ধ শা'বানের রাত্রির ফাযীলাত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করার পর অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বলেছেন:- অর্থ- "এই হাদীছগুলো কেবল এই রাতের (অর্ধ শা'বান রাতের) ফাযীলাত বর্ণনা করে, কিন্তু এগুলোতে এমন কিছু নেই যা এই রাতে সালাত ও 'ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে জেগে থাকা, কিংবা আনুষ্ঠানিক তথা সমবেতভাবে 'ইবাদত-বন্দেগী করার প্রতি ইশারা-ইঙ্গিত করে। যেমনটি বিদ'আতীরা করে থাকে"।

লাত্বায়িফুল মা'আরিফ গ্রন্থে ইমাম আল হাফিয ইবনু রাজাবও (রাহিমাহুল্লাহ্) অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে একাকী কিংবা সমবেতভাবে সালাত, যিক্র ইত্যাদি 'ইবাদত-বন্দেগী বিশেষভাবে পালন সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন:- অর্থ- "এ বিষয়ে (অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে বিশেষভাবে সালাত ও 'ইবাদত-বন্দেগী পালন বিষয়ে) রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা সাহাবায়ে কিরাম ﵃ হতে কোন কিছু বর্ণিত নেই। সিরিয়ার দু-চারজন তাবি'য়ীন থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, তারা এ রাতটিকে মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং এ রাতে বেশি বেশি 'ইবাদত করতেন। তাদের থেকেই লোকেরা এ রাতের ফাযীলাত সম্পর্কে জানতে পারে এবং এভাবে এ রাতকে সম্মান করতে শিখে"।

সুতরাং যে কাজটি রাছূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা তাঁর সাহাবায়ে কিরাম ﵃ করেননি, আমরা সে কাজ দ্বীন মনে করে করতে পারিনা। যে বিষয়গুলো তাদের (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের ﵃) সময়ে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি বা দ্বীন ('ইবাদত) বলে গণ্য হয়নি, আজও সে বিষয়গুলো দ্বীন বা 'ইবাদত বলে গণ্য হবে না, বরং তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

তাই অর্ধ শা'বানের রাত্রি সম্পর্কে আল্লাহ চাহেতো সঠিক সিদ্ধান্ত ও অভিমত হলো এটাই যে, এ রাতটি অবশ্যই বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তবে সালাত, 'ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে বিশেষভাবে এ রাত্রটি উদযাপন করা কিংবা বিশেষভাবে **১৫ই** শা'বান রোযা পালন করা শারী'য়াতসম্মত কাজ নয়।

একটি বিভ্রাট অপনোদন:

অনেকেই বলে থাকেন যে, শবে বরাতের কথা ক্বোরআন বা হাদীছে নেই। আসলে একথাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। "শবে বরাত" দু'টি ফারছী শব্দ মিলে গঠিত একটি বাক্য। ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্র ভাষা যেহেতু 'আরবী, তাই তাতে এই ফারছী শব্দ দু'টি না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শবে বরাতের অর্থ এবং এর বিষয়-বস্তু ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্তে নেই। অবশ্যই আছে। কেননা "শব" অর্থ হলো "রাত" এর 'আরবী হলো "লাইলাতুন" আর বরাত অর্থ হলো "ভাগ, অংশ, হিস্যা, নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত" এর 'আরবী হলো "ক্বাদর"। তাহলে **শবে বরাতের 'আরবী অনুবাদ হলো- লাইলাতুল ক্বাদর।** (দেখুন: ফারছী অভিধান -ফিরুযুল্ লুগাহ, এবং 'আরবী অভিধান-লিছানুল 'আরাব লি ইবনে মানযূর।)

যেহেতু অর্থগত দিক থেকে শবে বরাতই হলো লাইলাতুল ক্বাদ্র, আর লাইলাতুল ক্বাদ্রই হলো শবে বরাত, সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকার করতেই হয় যে, শবে বরাতের কথা ক্বোরআন ও হাদীছে রয়েছে।

শবে বরাতের ন্যায় লাইলাতুল বারাআত সম্পর্কেও অনেকে বলে থাকেন যে, ক্বোরআন বা ছুন্নাহ্তে এর অস্তিত্ব নেই। তাদের এ কথাটি আংশিক সঠিক। লাইলাতুল বারাআতের কথা ক্বোরআনে কারীমে নেই, তবে হাদীছে অবশ্যই আছে। কেননা, "লাইলাতুন" শব্দের অর্থ হলো রাত, আর "বারাআতুন" শব্দের অর্থ হলো মুক্তি বা সম্পর্কচ্ছেদ। "লাইলাতুল বারাআত" অর্থ হলো মুক্তি বা সম্পর্কচ্ছেদের রাত্রি। আর যেহেতু একাধিক গ্রহণযোগ্য হাদীছে বর্ণিত রয়েছে যে, লাইলাতুন্ নিসফি মিন শা'বান বা অর্ধ শা'বানের রাত্রি হলো গোনাহ থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভের এবং যাবতীয় অসৎকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের রাত্রি, তাই অর্থগত দিক থেকে **অর্ধ শা'বানের রাত্রি-ই হলো লাইলাতুল বারাআত এবং এর উল্লেখ হাদীছে রয়েছে। তবে এই আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে এ বিষয়টিও পরিষ্কার যে, শবে বরাত ও লাইলাতুল বারাআত এক বিষয় নয়। শবে বরাত লাইলাতুল বারাআত নয় এবং লাইলাতুল বারাআত শবে বরাত নয়।** (আল্লাহ তা'আলা-ই সর্বাধিক জ্ঞাত)

দালীল-প্রমাণসহ আরো বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.eshodinshikhi.com / www.learnislaminbangla.com

আমাদের বই-প্রস্তক ও পত্র-পত্রিকা পেতে যোগাযোগ করুন:
সিলেট- ০১৭৮৭-১০৪৬২৬। ঢাকা- ০১৬৭৮-১৪২৯১৪, ০১৭৮১-৬৩০৯৫৩।

ইত্তিলা'
ইছলামী-জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ত্রৈমাসিক

শেষ পৃষ্ঠা

জুমাদাল উখরা- ১৪৩৫ হিজরী। বৈশাখ- ১৪২১ বাংলা। এপ্রিল- ২০১৪ ইংরেজী। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২

শা'বান মাসে এবং মধ্য শা'বানের রাত্রিতে করণীয় ও বর্জনীয়

ইত্তিলা' ডেস্ক:

নিঃসন্দেহে শা'বান মাস অত্যন্ত ফাযীলাতপূর্ণ মাস। এ মাসের অবস্থান দেখলেই বুঝা যায় এটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। "রাজাব" যেটি হলো আশহুরুল হুরুম বা নিষিদ্ধ মাস সমূহের একটি, অপরদিকে "রামাযান মাস" যেটি হলো ক্বোরআনে কারীম নাযিলের মাস- এ দু'টি মুবারাক মাসের মধ্যখানে শা'বান মাসের অবস্থান। এ মাসেই মানুষের 'আমলনামা বাৎসরিকভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়। যেমন করে ফাজ্‌র ও 'আস্‌রের সময় দৈনিক 'আমলনামা এবং প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক 'আমলনামা আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করা হয়। আর একারণেই রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এ মাসে বেশি বেশি রোযা রাখতেন। ছুনানু আবী দাউদ এবং ছুনানুন্ নাছায়ী-তে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীছে রয়েছে, উছামাহ্ ইবনু যাইদ ؓ তার বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ؓ) বলেছেন- অর্থ- আমি নাবীকে (ﷺ) বললাম যে, কি বিষয়- আমি আপনাকে শা'বান মাসে যত রোযা রাখতে দেখি অন্য কোন মাসে এতো রোযা রাখতে দেখিনা? রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন:- রাজাব এবং রামাযানের মধ্যবর্তী এটি এমন এক মাস, যে মাস সম্পর্কে বেশিরভাগ লোকই উদাসীন (বেখবর) থাকে। এ মাসে 'আমলসমূহ আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করা হয়, তাই আমি পছন্দ করি যে, আমি রোযাদার অবস্থায় আমার 'আমল আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থাপিত হোক। (আবূ দাউদ, নাছায়ী)

এই বিশুদ্ধ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, শা'বান মাস হলো আল্লাহ্‌র দরবারে মানুষের বাৎসরিক 'আমল উপস্থাপনের মাস। এ মাসে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বেশি বেশি রোযা রাখতেন। তাই মুছলমানদের উচিত, এ মাস সম্পর্কে খুবই সচেতন থাকা। মন্দ কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া, যাতে মন্দ কাজরতঃ অবস্থায় নিজের 'আমল আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থাপিত না হয়। সর্বোপরি উত্তম হলো- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর অনুসরণার্থে এ মাসে বেশি বেশি নফল রোযা পালন করা, কমপক্ষে মাসের আইয়্যামে বীয অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা পালন করা।

এখানে একটি কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, আইয়্যামে বীযের রোযা রাখতে গিয়ে ১৫ই শা'বান রোযা পালনে কোন দোষ নেই। এমনিভাবে কেউ যদি কয়েক দিন আগে থেকেই রোযা পালন করে আসছে, আর সেই ধারাবাহিকতায় যদি মধ্য শা'বানের অর্থাৎ ১৫ই শা'বান রোযা রাখে, তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

মধ্য শা'বানের রাত্রি:- অর্ধ শা'বানের রাত্রির ফাযীলাত সম্পর্কে বিভিন্ন ছনদে (বর্ণনাসূত্রে) বেশক'টি হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। এগুলোকে সামনে রেখে নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে যে, এটি একটি ফাযীলাতপূর্ণ রাত।

কেন এ রাতটি ফাযীলাতপূর্ণ, কী এর বৈশিষ্ট্য?

হ্যাঁ, এ রাতের ফাযীলাত সম্পর্কে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীছই যা'য়ীফ এবং মাওযূ'। তবে ছনদ (বর্ণনাসূত্র) এবং মতন বা মূল বক্তব্য বিবেচনায় যে হাদীছগুলো মোটামুটি গ্রহণযোগ্য, সেগুলো হলো- (এক) আবূ ছা'লাবা আল খুশানী ؓ বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেছেন যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- অর্ধ শা'বানের রাতে মহা ক্ষমতাশীল আল্লাহ তাঁর বান্দাহ্‌দের প্রতি তাকান। অতঃপর তিনি মু'মিনদের ক্ষমা করে দেন, কাফিরদের অবকাশ দেন আর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারীদের তাদের হিংসা-বিদ্বেষ সমেত ছেড়ে দেন, যে পর্যন্ত না তারা তা পরিত্যাগ ও বর্জন করে। (শু'আবুল ঈমান লিল বাইহাক্বী) (দুই) মু'আয ইবনু জাবাল ؓ হতে বর্ণিত, তিনি (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর বাণী

নু'মান ইবনু বাশীর ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাছূলুল্লাহ্-কে (ﷺ) বলতে শুনেছি:- নিশ্চয়ই হালাল বিষয়গুলো সুস্পষ্ট এবং হারাম বিষয়গুলো সুস্পষ্ট। আর এ দু'টোর মধ্যবর্তী সন্দেহজনক কিছু বিষয় আছে, যেগুলো অনেক লোকই জানেনা। তবে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়াদী থেকে বেঁচে থাকবে, সে নিজের দ্বীন ও মান-সম্মানকে কলুষমুক্ত রাখতে পারবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে, সে হারামে নিপতিত হয়ে যাবে। যেমন- নিষিদ্ধ চারণ ভূমির পাশে যে রাখাল পশু চারণ করে, আশঙ্কা থাকে সে অচিরেই নিষিদ্ধ চারণ ভূমিতে পশুচারণ করতে শুরু করবে। জেনে রাখো! প্রত্যেক রাজা-বাদশাহ্‌র সংরক্ষিত সীমানা থাকে। জেনে রাখো! আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত সীমানা হলো তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ।

(সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছলিম)

দুর্বল হাদীছের উপর 'আমল প্রসঙ্গ

ইত্তিলা' ডেস্ক:

হাদীছের সংকলনগুলোতে দুর্বল বা যা'য়ীফ হাদীছের সংখ্যা অনেক। এগুলো নিয়ে মুছলমানদের মধ্যে বাড়াবাড়ির অন্ত নেই। কেউ কেউ দুর্বল হাদীছের উপর 'আমল তো দূরের কথা, এগুলোকে হাদীছ মানতেই নারায। আবার কেউ কেউ হাদীছের ব্যাপারে কোন ধরনের যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন আছে বলে আদৌ মনে করেন না, তাদের কথা হলো- ছনদ দুর্বল হতে পারে, কোন বর্ণনাকারীর মধ্যে দুর্বলতা থাকতে পারে তাতে কি হলো, হাদীছ তো হাদীছ-ই, রাছূলুল্লাহ ﷺ এর কথা, তা আবার সবল ও দুর্বল হয় নাকি?

অথচ তারা দিব্যি ভুলে যান যে, ছনদের মাধ্যমেই এই দ্বীন আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ছনদ হলো দ্বীনে ইছলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইমাম মুছলিম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত হাদীছগ্রন্থ সাহীহ মুছলিমের ভূমিকায় 'আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক (রাহিমাহুল্লাহ্) এর অত্যন্ত মূল্যবান ও যথার্থ একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন:- "ছনদ হলো দ্বীনেরই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। যদি ছনদ না থাকত, তাহলে (দ্বীনের বিষয়ে) যার যা ইচ্ছা তা-ই বলত"।

তাই ছনদের উপরই নির্ভর করে মতন বা ভাষ্যের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা। দ্বীনী বিষয়ে মুছলমানদের পারস্পরিক মতানৈক্য, বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার অন্যতম কারণ হলো হাদীছের ছনদ সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা যথাযথ জ্ঞানের অভাব কিংবা ছনদ বিষয়ে উদাসীনতা।

যারা শবে মি'রাজ, শবে বরাত, জুমু'আতুল ওয়িদা', আখেরী চাহার সোম্বা পালন সহ আরো বিভিন্ন ধরনের বিদ'আতী 'আমল-'ইবাদত করে থাকেন এবং এসবের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়ে থাকেন, বেশিরভাগ সময়ই তারা হাদীছের নামে জাল ও অত্যন্ত দুর্বল (যা'য়ীফ) বর্ণনার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ধরা পড়ে গেলে যদিও জাল বা বানোয়াট বর্ণনা সম্পর্কে তারা কিছু বলতে পারেন না, তবে যা'য়ীফ বর্ণনা সম্পর্কে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করার জন্য প্রায়ই বলে থাকেন যে, সকল 'উলামায়ে কিরাম একমত যে, (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছালাফে সালিহীনের (ؓ) অমূল্য কথা

কখনো এমন হয় যে, বান্দাহ্ গোনাহের কাজ করে অথচ এটাই তার জান্নাতে যাওয়ার কারণ বা মাধ্যম হয়ে যায়। আর কখনো এমন হয় যে, সে নেক কাজ করে অথচ সেটাই তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রশ্ন হতে পারে, এটা কেমন করে হয়? হ্যাঁ, কখনো কোন বান্দাহ যখন কোন পাপ কাজ করে তখন সর্বদাই সে তার এই পাপকে চোঁখের সামনে দেখতে পায়, তাই সে ভীত-শঙ্কিত, লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে ভগ্ন-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে। এতে করে ঐ গোনাহটি তার সৌভাগ্য ও সফলতা লাভের কারণ হয়ে যায়। অপরপক্ষে এমনও হয় যে, বান্দাহ্ কোন নেক কাজ করে অতঃপর সর্বদা সে গর্বভরে আল্লাহ্‌কে তার এই নেক কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। খুব আত্মতুষ্টিতে ভোগে। নিজেকে খুব দ্বীনদার, নেক্‌কার-আল্লাহ্‌ওয়ালা বলে মনে করতে থাকে। সে মনে করে যে, বিরাট একটা কিছু করে ফেলেছে। তাই সে বলে বেড়ায়, "আমি এই করেছি, এই করেছি"। এভাবে তার মধ্যে গর্ব, অহংবোধ, আত্মম্ভরিতা, ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা দেখা দেয় এবং এ বিষয়গুলোই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত: "আল ওআবিলুস্ সায়্যিব")

প্রধান সম্পাদক: আবূ মাহ্‌দী। সহকারী সম্পাদক: মাহ্‌মূদ হাছান। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: মুজতাবা আর.বি। গ্রাফিক্স ও সার্কুলেশন ম্যানেজার: আবুল খাইর।
যোগাযোগ: ০১৭৮৭-১০৪৬২৬। প্রকাশনায়: "এসো দ্বীন শিখি" কর্তৃপক্ষ। www.eshodinshikhi.com/www.learnislaminbangla.com